দনুজ-দলন।

(দৃশ্য-কাব্য)

"মন্দঃ কবি-যশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং
প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"

কালিদাসঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রণীত।

১৩১৫। চৈত্র।

বিজ্ঞাপন।

চণ্ডী আমার বড় আদরের বিষয়। এমন কি এক সময়ে উহা আমার নিত্য পাঠ্য ছিল। তাহারই ফল স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ। মূল বিষয়ের কোন কোন স্থলে "দেবী ভাগবত ও চণ্ডীর" মধ্যে মতভেদ আছে। ঐরূপ স্থলে আমি চণ্ডীর অনুসরণ করিয়াছি।

নিশুম্ভের কার্য্যবর্ণন ও শুম্ভপত্নীর সহিত শুম্ভের কথোপকথন সম্পূর্ণ আমার নিজের। উহা কোন পুস্তকেই লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং কোন কোন স্থলে আমি "দেবী ভাগবত" ও "চণ্ডীর" সীমা অতিক্রম করিয়াছি।

মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয় ছন্দেই এই পুস্তকখানি লিখিত হইল। অমর কবি মধুসূদনের পথের পান্থ হওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র।

মনের আবেগে এই নগণ্য পুস্তকখানি সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। বিচার তাঁহাদের হস্তে।

১৩১৪ বঙ্গাব্দ
ফরিদপুর।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, কুবের,
সূর্য্য, বরুণ, যম ... দেবগণ।
শুম্ভ ... অসুরপতি।
নিশুম্ভ ... শুম্ভানুজ।
সুগ্রীব ... দৈত্যদূত।
ধূম্রলোচন... দৈত্য সেনাপতি।
চণ্ড ... ঐ
মুণ্ড ... চণ্ডের ভ্রাতা, ঐ।
রক্তবীজ ... দৈত্য সেনাপতি।
মন্ত্রী
অসুরগণ।

স্ত্রী

পার্ব্বতী, অম্বিকা, কালী,
ধরণী, ব্রহ্মশক্তি, শিবশক্তি,
বৈষ্ণবীশক্তি, ইন্দ্রশক্তি,
কৌমারীশক্তি ... দেবীগণ।
মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভা
প্রভৃতি .. অপ্সরাগণ।
চন্দ্রভাগা ... শুম্ভপত্নী।

দনুজ-দলন।

(দৃশ্য-কাব্য।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয় পর্ব্বত মূলে।

(বজ্রহস্তে ইন্দ্রের বেগে প্রবেশ।)

ইন্দ্র। অহো! ধিক্ মোরে, দেবের ভূপতি আমি
নারিনু রক্ষিতে মোর নন্দন-কানন
সামান্য দনুজরণে। হারানু ত্রিদিব
মম, শুম্ভের সমরে; ধিক্ মোর বীর্য্যে।
থাকিতে কুলিশ করে, দানব সংগ্রামে

হারানু রাজত্ব মম। দনুজ সলিলে
ডুবিল কনক পুরী ; বৃথায় ধরিনু
আমি আয়ুধ ভীষণ ; বৃথায় জনম
মোর, কাড়িল যজ্ঞাংশ নগণ্য দনুজ
বাসবের—ত্রিভুবন ত্রাস মহাবলী।
প্লাবিল দানব-বন্যা বৈজয়ন্ত ধাম,
নিষ্কাশিয়া অনায়াসে শূর সুরগণে।
পার্ব্বতী-নন্দন যার বীর সেনাপতি,
সেই দেবসেনা আজি সমরে বিজিত
ভাগ্যদোষে বিদলিত দানবের পদে !!!
দূর হও প্রহরণ, নাহি প্রয়োজন,
বৃথায় বহিনু ভার আমি এতকাল।
ইন্দ্রের অমরা এবে দানবের করে !!
গজমুক্তা দোলে আজি বানর গলায় !!!

(অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ)

নির্জ্জিত লাঞ্ছিত আমি বীরপরিচ্ছদে
এখনো আবৃত ; মৃতদেহ অস্ত্র শস্ত্রে
সজ্জিত যেমন সুধু দর্শনের তরে।
ইন্দ্রের উষ্ণীষে আর কিবা প্রয়োজন ?
শুম্ভের সংগ্রামে যদি হারানু সকল।

(উষ্ণীষ ও রণবেশ পরিত্যাগ)

শত অশ্বমেধ সাধি নাশি কত রিপু,
ভাবিনু অন্তরে—এ তিন ভুবনে বুঝি
নাহি বীর মম সম ; বৃথা অভিমান
জাগিল হৃদয়ে ; ভুঞ্জিনু তাহার ফল
এত দিনে, বর্ব্বর অধম শুম্ভসহ
সম্মুখ সমরে। দেব দানব সংগ্রামে
জিনিল দনুর পুত্র অদিতি নন্দনে !!
সুবর্ণ মৃণাল হায় ছিঁড়িল দানবে !!
এতদিনে চূর্ণ হ'ল দেব অভিমান।
দেবের দুর্লভ নাম লবে না জগত।
অমর গৌরব রবি গেল অস্তাচলে।
ডুবিল দেবের যশঃ দানব-বাপীতে।

(পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া)

ওকে দেব কি দানব ? বিষাদ কালিমা-
রাহু আবরিছে আস্য, হাস্যশূন্য এবে ;
আসিছে পবনবেগে কিবা প্রয়োজনে ?

(যম, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, পবন ও কুবের প্রভৃতি
দেবগণের প্রবেশ।)

যম। প্রণমামি শচীপতি নন্দনবিহারি !
চন্দ্র। দেবপতি মহামতি বৈরি ধ্বংসকারি !

সূর্য্য। দানব মানব দেব যক্ষ রক্ষ যত।
বরুণ। সাধিত আদেশ তব হ'য়ে অনুগত॥
পবন। দানব-দলন তুমি প্রণমি দেবেন্দ্র।
কুবের। হেরি এবে ম্লানমুখ কেনবা বীরেন্দ্র ?
ইন্দ্র। কি আর কহিব দেব ! নাহি সরে বাণী ;
দনুজ শুম্ভের করে দেবের দুর্গতি
কত, বলিব কেমনে ? বিধির বিধান
প্রহেলিকাময়—অতি কুটিল-জটিল।
দেবভোগ্যা স্বর্গপুরী—দানব আবাস !!
দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত এই নন্দন-উদ্যান
বিতরে কুসুমদাম দনুজ পূজায়—
অর্পিছে নিয়ত পুষ্প দানব চরণে।
মন্দার কুসুমহার দানব গলায়
হেলিছে দুলিছে আহা অপরূপ রূপে।
দেবের দুর্লভ পুষ্প পারিজাত এবে,
শোভিছে দনুজ-দেহে বিধির ইচ্ছায়।
ঐরাবত পৃষ্ঠে শোভে নমুচি সোদর।
উচ্চৈঃশ্রবা বদ্ধ এবে অসুর আবাসে।
এ দারুণ অপমান ভুঞ্জিতে কি বিধি
করিলে দেবেন্দ্রে মোরে ; হা ধিক্ জীবনে।
দেবের ললাটে যদি এত দুঃখ লেখা,
তবে বল কেবা সুখী এ তিন ভুবনে ?

যমাদি দেবগণ। হের, মোদের দুর্গতি দেব পুরন্দর !
ভ্রষ্ট-রাজ্য হৃত-যজ্ঞ আমরা সবাই
দানব-পুঙ্গব শুম্ভ মহাবলী হ'তে।
এখন উপায় তার চিন্ত সবে মিলি।
কেমনে নিশুম্ভাগ্রজে বিনাশি সমরে,
দেবাবাসে শান্তি পুনঃ করিব স্থাপন।
সুরপুরী দিব্য-লোক মরুভূমি প্রায়,
ছিন্ন ভিন্ন, রজোময় বিকট আকার,
ডাকিছে নাশিতে দৈত্য ত্রিদশ-নিকরে।

ইন্দ্র। মন্ত্র-দাতা সুরগুরু বৃহস্পতি পাশে,
মন্ত্রণার তরে এবে চল দেবগণ !
যাঁহার অগাধ বুদ্ধি জ্ঞানের আলোক,
অচিরে দর্শাবে পন্থা বিপদ আঁধারে।

যমাদি দেবগণ। তথা-অস্তু। বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
বিঘ্ন-সিন্ধু-কর্ণধার গুরুর মন্ত্রণা
অবশ্য বিপদ হ'তে উদ্ধারিবে সুরে,
তবে কেন বৃথা চিন্তা করিয়া সকলে
যাপিছি সময় মোরা পন্থা উদ্ভাবনে ?

সকলের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃহস্পতির গৃহ।

বৃহস্পতি। (স্বগত) জ্ঞানের অম্বুধি বলি বিদিত জগতে,
বৃহস্পতি সুর-গুরু ; দেবের সমাজ
আলোকিত যার জ্ঞান-রশ্মির প্রভাবে।
অহো ভ্রান্ত সুর, ভ্রান্ত নর সমভাবে ;
মম সম জ্ঞানহীন বিমূঢ়াত্মা আর
আছে কি দ্বিতীয় কেহ এ তিন ভুবনে।
কিসের প্রশংসা মোর অজ্ঞান তিমিরে
প্রাকৃত জীবের ন্যায় ভ্রমিছি নিয়ত ;
অগম্য হ'তেছে গম্য দর্শন অভাবে ;
কুপথে চলিছি সদা সু-পথ ভাবিয়া।
ইন্দ্রিয়-বহ্নিতে পুড়ি পতঙ্গ সমান,
হইতেছি অহর্নিশি আমি ভস্মীভূত।
কি ফল ফলিছে জ্ঞানে ? ইন্দ্রিয় দংশন
নারিনু সহিতে যদি আমি বৃহস্পতি।
ধিক্ মোর জপতপ শাস্ত্র আলোচনে,

ধিক্ মোর বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞান-গরিমায়।
পশুর অকার্য্য যাহা সাধিছি নিয়ত,
সুরমাঝে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আমার উপাধি !!!
কোন্ জ্ঞানে "তারা"দেবী উদ্বাহ-শৃঙ্খলে
বাঁধিনু চম্পকনিভ-নবীনা রূপসী ;
রূপজ মোহেতে মুগ্ধ হ'য়ে বৃহস্পতি
না ভাবি চরমফল সুরবালা জ্ঞানে,
আলিঙ্গিল নাগবালা তারার আকারে।

(ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। নমি মোরা সুরগণ দেবগুরু পদে,
আশীষ অমরে এবে বিপদ-সাগরে ;
হৃদয়-উদ্যান-জাত প্রীতি-পুষ্প-হার
ভক্তি-গঙ্গা-জলে সিক্ত করি তব তরে,
এনেছে ত্বদীয় শিষ্য করহ গ্রহণ।

বৃহস্পতি। কহ দেব কিবা হেতু সকলে মিলিয়া
এসেছ দরিদ্র-পুরে ? ধন্য দেবাগমে।
কেনবা সবের হেরি মলিন বদন ?
চিন্তা-রাহু-কবলিত সকল অমর।
কহ কিবা প্রয়োজনে আসিলে সকলে ;
প্রভাত-শশাঙ্ক সম বয়ানের দ্যুতি
হেরিছি অমরে আজি কহ কি কারণ ?

ইন্দ্র। কি আর কহিব দেব! নাহি সরে বাণী,
দনুজ দেবতা মধ্যে তুমুল সমরে,
জিনিল দিতির পুত্র অদিতি নন্দনে,
কাড়িল নন্দন বন মন্দার ভূষিত ;
দোলে পারিজাত-হার দানব-গলায়,
উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত দানব আবাসে
দনুজ বিজয়-বার্ত্তা ঘোষিছে জগতে।
ত্রিদিব বিচ্যুত দেব ভ্রমিছে ধরায়,
সহিছে লাঞ্ছনা কত কহিব কেমনে ?
অপার গঞ্জনা এবে ভুঞ্জিছে অমর,
কোন অপরাধে দোষী নির্জ্জর নিকর
বিধির সকাশে দেব! কহ তূর্ণ মোরে ?
দানব কুলের পতি শুম্ভ মহারথী,
অনায়াসে দেবগণে জিনিয়া সংগ্রামে
তাড়া'ল স্বরগ হ'তে নিজ ভুজবলে।
ভুঞ্জিতে এ হেন দুঃখ—এত অপমান
করিলা অমর বিধি যত সুরগণে।
কঠোর কুলিশ করে বৃথা এত কাল,
করিনু ধারণ শুধু শোভার কারণ !!
বাসবের বাহুবল অমিত অজেয়.
নিষ্কাশিল তারে দৈত্য বৈজয়ন্ত হ'তে।
দেবগণ হীনশক্তি দানব-সংগ্রামে।

কাড়িল যজ্ঞাংশ দৈত্যে এবে অনায়াসে।
দেবের দুর্গতি কত দনুজের করে,
নাহি তার পরিসীমা—অনন্ত অপার।
ত্রিদশ-দুর্দ্দশা হেরি বিধাতার হৃদে
নাহি কি উপজে দেব! দুঃখ মর্ম্মন্তুদ্?

যম। দেবের ঘৃণিত দৈত্য—পাপের উদ্যান;
অমর গৌরব-রবি দানব-জলদে
সহসা গ্রাসিল, গ্রাসে যথা মেঘজাল
মধ্যাহ্ন-ভাস্করে নীল-নির্ম্মল-অম্বরে।
চূর্ণিল দেবের মান দনুজ-শিলায়,
দৈত্য-পূতি-গন্ধ নাশে যশের সৌরভ;
দুর্জ্জয় নির্জ্জর খ্যাতি হইল বিলুপ্ত,
দানব-গৌরব-সূর্য্য হইল উদিত।
দেবতার ভাগ্যে আঁকা এত অপমান
নিয়তির মানচিত্রে, স্বপনেও কভু
ভাবে নাই দেবগণ এত দীর্ঘকাল।
দনুজের করে হেরি দেবের দুর্গতি,
কেননা বিদীর্ণ হয় তোমার হৃদয়?
জীবের অন্তক আমি ভীম দণ্ডধারী,
দণ্ড শূন্য এবে আমি দানবের তরে!!!

বায়ু। অকূল-বিপদ-সিন্ধু-মাঝারে অমর,
ভাসিছে কাণ্ডারীহীন তরণীর মত;

তুমি দেব বর্ত্তমানে দেবের সমাজে
এহেন দুর্গতি কহ কভু কি সম্ভবে ?
তোমার কুশাগ্র বুদ্ধি অতুলিত জ্ঞান
অক্ষম হইল এবে পন্থা উদ্ভাবনে ?
অহো নিয়তির চক্র—কালের প্রভাব
নিবারিতে অসমর্থ ত্রিদশ-নিকর।
নির্জ্জিত নির্জ্জর-কুল দৈত্য-ভুজবলে ;
স্বর্গ-চ্যুত ভ্রষ্ট-রাজ্য হইয়া সকলে
দীন-হীন দৈন্য সম ঘুরিছে নিয়ত ;
ধবল অমরাকাশে ফুটিল সহসা
কদর্য্য দানবতারা রক্তিম বরণে ;
কে হরিল দৈবশক্তি ? কিবা মন্ত্রবলে,
কে উড়াল সুরগণে এবে আচম্বিতে ?
ইন্দ্র-জাল—মায়াজাল করিয়া বিস্তার,
দানব স্বর্গের পতি হইল সম্প্রতি।
সুরপুরী বৈজয়ন্ত দানব আবাস !!!
দনুজের বাহুবলে তাড়িত নির্জ্জর।
তূর্ণ-প্রতিকার এর কর গুরুদেব !
অকূল সাগরে কূল দেও দেবগণে।

কুবের। নমি আমি তারাপতি সুর-গুরু-পদে,
পূরাও মনের বাঞ্ছা এ বিপত্তিকালে ;
চৌদিকে দানবদল ঘিরিছে স্বরগ,

দেব-চিহ্ন অন্তর্হিত দনুজ-প্রভাবে ;
নগণ্য কীটানু-সম বিবুধ-নিকর
প্রকৃতি মুকুরে এবে হ'তেছে বিম্বিত ;
অনন্ত জলধি-জলে নিমগ্ন অমর ;
দৈত্য-স্রোতে ভেসে গেছে দেবের আবাস,
করিছে দনুজদল কত অত্যাচার,
সহিতে অক্ষম ধরা দেখ চক্ষু মেলি।
শান্তিদেবী মহাযাত্রা করেছে এখন,
অশান্তি জঞ্জাল-জালে ঘিরিছে ধরণী ;
তুমি না তরা'লে দেবে কে তরাবে আর,
বিপদ সময়ে তেঁই এসেছি হেথায়।
তোমার অগাধ জ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা,
বিদ্যা বুদ্ধি অসামান্য বিদিত জগতে ;
তবে কেন তব শিষ্য দুস্তর সমুদ্রে
ভাসিছে ভেলার মত দানব-হিল্লোলে ?
বিধির বিধান কেহ না পারে লঙ্ঘিতে,
তেঁই দেব নতশির দনুজের পদে।
দেবের বিমল যশঃ ডুবিল সলিলে।

বরুণ। কহ দেব কিবা হেতু দয়াল ঈশ্বর
অমর নিকর প্রতি নিঠুর ভীষণ ?
কি দোষ করিল দেব বিধি সন্নিধানে ;
কেন এত অপমান দেবের ললাটে,

অব্যক্ত অক্ষরে লেখা ছিল এতকাল।
কোন্ গুণে দৈত্যপতি তুষিয়া বিধিরে
লভিল ঈপ্সিত ফল দেব-দৈত্য রণে ;
এতই লাঞ্ছনা যদি ভুঞ্জিবে অমর,
কেন তবে দিয়া সুরে সর্ব্ব শীর্ষ স্থান,
করিলা দনুজপদে দলিত আবার।
কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন বিধির কৌশল,
কে পারে পশিতে তাহে ; গভীর সমস্যা।
দুর্গতির শেষসীমা ভুঞ্জিছে দেবতা,
তবু কি বিধির হৃদে নাহি ফুটে দয়া।
পাষাণে নির্ম্মিত খলু পাষাণ দুহিতা,
তেঁই দেব দুঃখে নাহি ঝরে অশ্রুজল।
শিলাময়ী নাহি হ'লে গলিত নিশ্চয়,
যোগেন্দ্র-মোহিনী তারা দেবী যোগমায়া।
কহ দেব ! দেবগণে উদ্ধার উপায় ;
কেন আর দুঃখরাশি বহে দেবগণ ;
কেনবা ভাসিছি মোরা বিপদ-সাগরে।
কর দেব অবিলম্বে উচিত বিধান
কেমনে তরিবে দেব আপদ-সাগরে।

সোম। শাল্মলী কুসুম ফুটি নিদাঘ পবনে,
রচে চারু আস্তরণ তরুপাদমূলে,
তুষার বরণ জিনি ধবল তূলায়;

ভৃঙ্গ স্বর্গবাস হ'তে নিদিব কুসুম,
তেমতি পড়েছে দৈত্য-বায়ুর আঘাতে।
সুর-তরি কাল-সিন্ধু-অতল-গরভে
মগ্ন প্রায়: হের দেব! উদ্ধারো সত্বর।
দনুজে হাসিছে আজি পিশাচের হাসি
সুরের শূরত্ব স্মরি আপন অন্তরে;
ভাবিছে দানব দল, বৃথা এতকাল
দেবনাম আতঙ্কেতে আছিল নীরব,
রক্ষ যক্ষ নর দৈত্য মোহের মন্দিরে;
পরীক্ষিত সুর-শৌর্য্য বিগত আহবে,
কি ভয় কি ভয় আর দেবতার নামে।
ধরাপৃষ্ঠ হ'তে লুপ্ত দেবের মাহাত্ম্য;
কেহ না পূজিবে আর অমর নিচয়।
ডুবিল দেবতা এবে গভীর তিমিরে!!!
দুর্গতি নাশের পথ করি উদ্ভাবন
রাখ হে দেবের মান বিসম-সঙ্কটে।

সূর্য্য। বৃহস্পতি যার গুরু তাহার বিপদ
স্মরিয়া সরমে মুখ হ'তেছে নমিত:
দেবের দুর্ভাগ্য-বার্ত্তা সুস্পষ্ট অক্ষরে
ইতিবৃত্ত তার স্বরে গাবে চিরদিন;
অমর, লাঞ্ছিত হ'য়ে দনুজের করে,
ডুবাইল প্রতিপত্তি দানব-সলিলে।

স্বর্গ-চ্যুত যজ্ঞ-ভ্রষ্ট আমরা সবাই
গৃহশূন্য মানহীন, তৃণের মতন
ভাসিতেছি কালস্রোতে লক্ষ্যশূন্য হ'য়ে।
শক্তিশূন্য দেবভুজ দানব-আহবে।
নগণ্য দনুজ-কুল জিনিল অমরে,
কি কৌশলে, কহ দেব! বুঝিতে অক্ষম।
পূজিল এতেক কাল বিহিত বিধানে
যক্ষ রক্ষ দৈত্য নর, দেবতা-নিকরে;
কিন্তু আজি হ'তে খর্ব্ব অমরের স্থলে,
দানব-অর্চ্চনা ভবে হবে প্রতিষ্ঠিত;
না পূজি দেবতাবৃন্দে পূজিবে দনুজে।

বৃহস্পতি। কেন দেব ভীত এত দানবের ভয়ে,
ভুলেছ কি পূর্ব্বকথা—জাগে না স্মরণে
মায়ের আশ্বাস বাণী? মহিষ অসুর
করিয়া সংহার মাতা জগত-জননী
দেব স্তবে তুষ্ট হ'য়ে কহিলা গম্ভীরে:—
"যখনি বিপদ-সিন্ধু গ্রাসিবে অমর,
স্মরিবে আমায় সবে নির্ভীক হৃদয়ে,
তখনি শমিব বাধা বিপদ ভীষণ,
দেব-হিত-তরে মম আবির্ভাব ভবে।"
বসুধা-পালিনী দেবী পূর্ণেন্দুভালিকা,
দুষ্কৃতি বিনাশ হেতু হ'ন আবির্ভূতা

সময়ে সময়ে দেব! ধরণী উপরে।
যাও সব সুরগণ হিমাদ্রির মূলে,
ডাক সেই যোগমায়া আনন্দ-দায়িনী,
বিপদ-সাগর-তরি, মুক্তি-কল্পতরু ;
নিশ্চয় আপদ-সিন্ধু শুষিবে জননী,
দেবের দুর্গতি দূরে যাইবে অচিরে।
দনুজ-পঙ্কজ রবি যাবে অস্তাচলে ;
আপনি আসিয়া মাতা ভক্ত-রণক্ষেত্রে,
ক্রোড়ে করি ভক্তদল করিবে সংগ্রাম,
নাশিবে অরাতিবৃন্দ নিমেষ ভিতরে।
মায়াবীজে যোজি দেব! অপূর্ব্ব প্রণব,
জ্ঞান-দীপ জ্বালি, হিয়া করি আলোকিত,
অশুচি-ইন্ধন ক্ষেপি শুদ্ধি-হুতবহে,
বাসনা-চন্দন সহ দিয়া প্রেম-ধূপ,
প্রীতি পুষ্পে গাথি মালা দিয়া উপহার,
এক মনে ডাক মায় নিভৃত নির্জ্জনে ;
পোহাবে তামসী-নিশা, বহিবে শান্তির
স্রোত বিমল পবনে, নাশিবে নিশ্চয়
দয়াময়ী মহামায়া দানব নিকরে ;
দনুজ-কণ্টক-তরু হইবে নির্ম্মূল।

দেবগণ। নমি তবে দেবগুরু আশীষ দেবেরে,
এখনি চলিনু মোরা তোমার আদেশে।

পূজিতে অম্বিকা-পদ যথাশক্তি জ্ঞানে,
হিমাদ্রির পাদমূলে নিভৃত কন্দরে।

বৃহস্পতি। দেবের বাসনা পূর্ণ হউক সত্বর,
যোগমায়া বলে দৈত্য যা'ক্ রসাতলে।

[দেবগণের প্রস্থান

(স্বগত) বিপদে ধৈরয ধরা মহান্ লক্ষণ—
শাস্ত্রের মুখের বাণী ; কিন্তু সুরদল
হারাল বিপদকালে যখন ধীরতা,
বিস্মরিল দেবীবাক্য নিয়তির চক্রে,
কার সাধ্য পালে শাস্ত্র আপন জীবনে ?
কালের জটিল বিধি শাসে দেব দৈত্য
পন্নগ কিন্নর নর সমভাবে সদা ;
দেখা যা'ক্ মাতৃ-কীর্ত্তি দানব বিনাশে।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমাদ্রির গহ্বর।

ইন্দ্র, যম, বায়ু, সোম, সূর্য্য, বরুণ, কুবের প্রভৃতি
দেবগণ দেবীকবন্দে করজোড়ে আসীন।

ইন্দ্র। নমি আমি মহাদেবি শিবপ্রসবিনি!
যম। অনন্ত প্রকৃতি তুমি কুশলদায়িনি!
বায়ু। ভদ্রা রৌদ্রা নিত্যা মাতঃ অশিবনাশিনি!
সোম। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিকা দেবি ত্রিলোকতারিণি!
সূর্য্য। জগদ্ধাত্রী সর্ব্বমাতা তুমি সর্ব্বশক্তি।
বরুণ। কৌমুদীরূপিণী গৌরী দেও মাতঃ মুক্তি॥
কুবের। ইন্দুস্বরূপিনী দেবী সুখপ্রদায়িনী।
ইন্দ্র। কল্যাণ-রূপিনি শিবে! বিঘ্নবিনাশিনী॥
যম। বুদ্ধি সিদ্ধি জগদম্বে দানবদলনি!
বায়ু। শরণ্যা বরণ্যা তুমি লক্ষ্মীস্বরূপিনী॥
সোম। দুঃখার্ণবে মগ্ন জীবে উদ্ধারকারিণী।
সূর্য্য। প্রতিষ্ঠাস্বরূপা কৃষ্ণা দুর্গতিনাশিনী॥

বরুণ। অতি সৌম্যা অতি রৌদ্রা চৈতন্যরূপিনী।
কুবের। দুর্গপারা দুর্গাদেবী দুঃখবিমৰ্দ্দিনী॥
ইন্দ্র। অপারে দুস্তরে ঘোরে বহিত্ররূপিনী।
ভীষণ বিপদ মাতঃ তুমি বিনাশিনী॥
যম। শুম্ভনাশ হেতু মাগো ধর প্রহরণ।
বায়ু। ঘুচাও দেবের দুঃখ শান্তি-প্রস্রবণ!
সোম। বুদ্ধিরূপে সর্ব্ব জীবে কর অবস্থান।
সূর্য্য। নিদ্রারূপে জীবদেহে সদা বর্ত্তমান॥
বরুণ। ক্ষুধা তৃষ্ণা শক্তিরূপে অবস্থিতি যার।
কুবের। অনিত্য-সংসার মাঝে তিনি মাত্র সার॥
ইন্দ্র। শান্তি ক্ষান্তি লজ্জারূপে ব্যাপ্ত চরাচর।
যম। শ্রদ্ধা দয়া কান্তি মায়া সুখের আকর॥
বায়ু। মায়ের কৌশল-চক্র ঘুরিছে সতত।
সোম। সেই চক্রে ঘুরে ভবে জীব জন্তু যত॥
সূর্য্য। মাতৃরূপে প্রতি গৃহে মায়ের বিরাজ।
বরুণ। কন্যারূপে গৃহে গৃহে সাধিছেন কাজ॥
কুবের। তুমি পিতা তুমি মাতা দুহিতারূপিনী।
ইন্দ্র। সোদর সোদরা ভার্য্যা বিশ্বপ্রকাশিনী॥
যম। মাতৃপূজা কর সবে জীবনের সার।
বায়ু। মাতা মোর দয়াময়ী অনন্ত-ভাণ্ডার॥
সোম। নমস্তে শরণ্যে ভদ্রে হংসস্বরূপিনী।
সূর্য্য। পূর্ণেন্দুভালিকে মাতঃ বিশ্ববিমোহিনী॥

বরুণ। নিশুম্ভ শুম্ভের তরে রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে।

কুবের। ডাকিছি কাতরে মোরা দেবি মহামায়ে

সকলে। দৈত্যের দারুণ রণে যত সুরগণ,
হৃত-সর্ব্ব হ'য়ে তারা করিছে রোদন;
তুমি না চাহিলে মাতঃ ত্রিতাপহারিণি!
অসুরে ঘিরিবে ধরা নগেন্দ্রনন্দিনি!
সোমপায়ী দেব মোরা অসুর সমরে।
ত্যজিনু ত্রিদিব মাতঃ দানবের করে॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তুমি সংহারিণী।
শুম্ভেরে নাশিয়া তাপ ঘুচাও জননি!

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

(মাতঃ তব মহিমা কে জানে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লিপ্ত তব যশোগানে।
গাহে তরুণ অরুণ,
সোম সূর্য্য বরুণ
গাহিছে বিহঙ্গকুল সুমধুর তানে॥
নব পল্লবিত তরু,
ধরিয়া সুদৃশ্য চারু,
গাহিতেছে তব কীর্ত্তি বায়ু সঞ্চালনে

শারদ চন্দ্রিমা হাসে,
উঠি, সুনীল আকাশে,
গায় তব যশোগান পুলকিত প্রাণে ॥

দানব নিকরে, লাঞ্ছিছে অমরে,
কে আছে এমন সে বিপদ উদ্ধাবে ;
আপদনাশিনী মায়ের করুণা কটাক্ষ বিনে ॥

যোগীগণ সদাচারে,
জপ তপ ধ্যান করে,
অনন্ত মহিমা তব না পায় সন্ধানে।

পূজে দাস মাতৃ-জ্ঞানে.
ভকতি প্রীতি কুসুমে.
অন্তিমেতে স্থান দিও মা ভোলাবি ঐ শ্রীচরণে ॥

(পার্ব্বতীর প্রবেশ।)

পার্ব্বতী। করিছ কাহার স্তব ওহে দেবগণ!
স্তবের কারণ কিবা—কিবা প্রয়োজন ॥

(পার্ব্বতীর শরীর হইতে অম্বিকার উদ্ভব)

অম্বিকা। (পার্ব্বতীর প্রতি)—
অদিতি-তনয় জিনি শুম্ভ দুরাশয়।
সৌভাগ্য সূর্য্যের তার হ'য়েছে উদয় ॥
সেই দৈত্য বিনাশিতে যত সুরগণ।
আমারে করিছে স্তব মনের মতন ॥

(দেবগণের প্রতি)—

মহেন্দ্র-প্রমুখ দেব কেন এত ভীত ?
তূর্ণই অসুরকুল হইবে নির্জ্জিত।
বিশ্বের জননী আমি বিশ্বপ্রসবিনী।
শান্তির আলয় আমি অশিববারিণী॥
যাও তবে স্বীয় স্থানে, শুম্ভের নিধন
এখনি সাধিব আমি দেবের কারণ।
দুর্বৃত্ত দমন হেতু আবির্ভাব ভবে।
দৈত্যকুল নিরমূল করিব আহবে॥
আমার সন্তান তোরা দানবের ভয়ে।
ডুবালি দেবের মান কাপুরুষ হ'য়ে॥
শক্তি-শূন্য বীর্য্য-শূন্য হইল অমর,
ধরাধামে নাহি আর শুম্ভের দোসর।
মদমত্ত দৈত্যপতি জিনিয়া আহব,
হেরিছে সরাব সম এ বিশাল ভব;
এখনি বুঝিবে শুম্ভ দানব-ঈশ্বর,
অমর-দনুজ-রণ কত ভয়ঙ্কর।

সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হিমাদ্রির পাদমূলে।

ধরণী। (স্বগত) দানবের পদভরে কম্পিতা মেদিনী,
সহিতেছে অত্যাচার দিবস-যামিনী ;
দনুজের পদমূলে দেবতার শির,
বক্ষঃ ভেসে পড়িতেছে সুর নেত্রনীর ;
কোথা মাতঃ যোগমায়া জগত-পালিনি!
রক্ষ দেবি নিরাশ্রয়া দুহিতা ধরণী ;
ধরিত্রীর পাপ তাপ করিয়া বিনাশ,
তূর্ণ নাশি দৈত্যকুল হওহে প্রকাশ।

(উপর হইতে অম্বিকার আবিভাব)

(প্রকাশ্যে) নমি দেবি সুলোচনে দয়া পারাবার
দানব-বিদগ্ধ ধরা করহ উদ্ধার॥
দৈত্যপতি শুম্ভ করে ভুবন-পালিকে!
সহিছি অসহ্য জ্বালা শশাঙ্ক ভালিকে!

নিস্তারো বিপদে দেবি বিঘ্নবিনাশিনি !
ঘুচাও নরক জ্বালা শান্তি প্রসবিনি !
আর না সহিতে পারি দৈত্য পদভার,
বিপদ সাগর হ'তে করহ নিস্তার।

অম্বিকা। কেন দেবি হেরি তব বিষণ্ণ বদন ?
কেন বহ্নি দহে তব হৃদয়-কানন ?
কেন বা ঝরিছে তব নয়নের জল ?
মসীবর্ণ হ'ল কেন বরণ শ্যামল ?
সকল আধেয় তব, তুমি মূলাধার,
দুর্গতি সাধনে তব আছে সাধ্য কার ?
এখনি কেশাগ্রে ধরি শাসিব তাহারে,
ধরণীর অত্যাচার সহিতে কে পারে ?

ধরণী। ভূত ভবিষ্যত যার চক্ষুর উপর,
ভাতিছে যাহার চো'খে বিশ্ব-চরাচর ;
বর্ত্তমান দশা মোর বিদিত যখন,
তবু কেন জিজ্ঞাসিছ বিষাদ কারণ ?
দৈত্যপতি শুম্ভ-চমূ অমর-অম্বরে,
গর্জ্জিছে গম্ভীর নাদে, কোদণ্ড টঙ্কারে।
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহি ভূমণ্ডলে,
রুদ্রবলে বলীয়ান্ দানব সকলে।
ঘুচাও অসহ্য জ্বালা ; দেবের গৌরব
স্থাপিয়া, বাড়াও নিজ যশের সৌরভ

অম্বিকা। অচিরে দানবকুল করিব দলন,
স্বীয় স্থানে কর দেবি সত্বরে গমন ;
দেবগণ-আততায়ী করিয়া বিনাশ,
অমর-পঙ্কজ-রবি করিব প্রকাশ।
দানব আস্পর্দ্ধা হেরি মনে হেন লয়,
দনুজের প্রভু বুঝি দেব কভু নয়।
হউক অসংখ্য শুম্ভ যুদ্ধে আগুয়ান,
কার সাধ্য প্রাণ ল'য়ে করিবে প্রস্থান।
সমূলে দানবকুল করিব নির্ম্মূল,
বহিবে শান্তির নদী চুম্বি অদ্রিমূল।

[সবলীর প্রস্থান।

সঙ্গীত।

একতালা।

(ভাব্‌তে গেলে মানুষ পাগল হয়,—সুরে)

মাতৃপূজা সহজ কথা না।
যদি সহজ কথা হ'ত, দেবকুল অবিরত,
মাকে পূজে পরাজিত হ'ত না॥
কেবল মুখের কথায়, গলা বাজনায়,
মাতৃ-পূজা হয় না—
বাঞ্ছা মূল তুলি, হ'য়ে কুতূহলি,
দিলে আত্মবলি, হয় অর্চ্চনা॥

(হায় রে) প্রেম গঙ্গাজলে, হিংসা বিসর্জ্জিলে,
ভাই ভাই হ'লে হয় আরাধনা—
সুরাসুরগণ, সাধনে মগন,
হ'য়ে এক প্রাণ ডাক না ॥

জাতিভেদ ভুলে, দ্বাদশ দল কমলে,
মনো বিল্বদলে মায়ে পূজ না—
বাজিয়ে যশের ঢাক, ভিতরেতে ফাঁক,
এমন পূজা মা ল'ন না ॥

চাও পূজিবারে, মিলি সব ঘরে,
মাতৃ-মন্ত্রে জাগো না—
ভাই ভাই মিলি, দিয়ে করতালি,
কর মা'র চরণ সাধনা ॥
সমান পরাণ হ'লে, গুণে গুণ মেলে,
হবে রে মা'র আরাধনা ॥

(দূরে চণ্ড ও মুণ্ডের প্রবেশ।)

চণ্ড। অপূর্ব্ব সঙ্গীত করিয়া শ্রবণ,
সফল হইল দানব জীবন ;
আয় ভাই মুণ্ড দ্যাখ্ অপরূপ,
নয়ন ঝলসে হেরি হেন রূপ ;
সার্থক হইল দনুজ-নয়ন,
শুম্ভের সমীপে চল্‌রে এখন।

মুণ্ড। জ্বলিছে আগুণ, দহিছে পরাণ,
করিছে প্রদীপ্ত রমণী উদ্যান ;
স্বর্গের সুষমা ভূতলে গড়ায়,
চল ভাই চল জ্ঞাপিতে রাজায়।

চণ্ড। অপরূপ বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে,
লবে দৈত্য-ভূপ রমণী ভবনে,
শোভার নিদান কামিনী-রতন,
লইবে দৈত্যেশ করিয়া যতন।

মুণ্ড। দূর হ'তে আয় দেখি দুই ভাই,
দেখিয়া দানব নয়ন জুড়াই ;
বম্ বম্ বম্ রূপের প্রতিমা,
ভাতিছে চৌদিকে সৌন্দর্য্য গরিমা।

চণ্ড। আয় ভাই আয় চল শীঘ্র করি,
প্রবেশি এখন মহারাজ-পুরী ;
দেখিস্ বামার নয়ন-আগুণে,
পুড়িস্ না যেন দানব-জীবনে।

মুণ্ড। কভুনা দহিবে বামার নয়ন,
অবিরাম শান্তি করিছে বর্ষণ ;
বামার সংবাদ রাজার গোচরে,
জ্ঞাপিব আমরা মুহূর্ত্ত ভিতরে।

চণ্ড। দেবী কি মানবী বুঝিতে অক্ষম,
বম্ বম্ বম্ শোভার চরম ;

জীবন্ত মুরতি কিম্বা প্রতিকৃতি,
অশক্ত দানব বুঝিতে সম্প্রতি।

মুণ্ড। আকাশের চাঁদ ছাড়িয়া গগন,
ফুটিল ভূতলে কহ কি কারণ;
সুরাসুর নরে সমান মাতায়,
কার সাধ্য তার সন্নিকটে যায়।

চণ্ড। আয় দুই ভাই দিয়া করতালি,
হর হর বলি নাচি কুতূহলি;
"তত্ত্ব মসি তত্ত্ব" বুঝে সাধ্য কার,
এই বেলা চল রাজার গোচর।

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শুম্ভের প্রমোদাগার।

শুম্ভ আসীন।

(মেনকা, উর্ব্বশী ও রম্ভা উপস্থিত।)
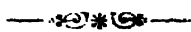
শুম্ভ। (মেনকা প্রভৃতির প্রতি)—
বাসব-বাসনা-মত্ত সবে এতকাল,
আমোদ-তরঙ্গে শক্রে ভাসালে যতনে
জীবনের শেষ অঙ্ক দানব-মন্দিরে,
নিয়ত সঙ্গীতালাপি, অপূর্ব্ব নর্ত্তনে,
কর তুষ্ট নিরবধি দানব-ঈশ্বর।
স্বরগে সঙ্গীতসুধা করিয়া বর্ষণ,
মাতালে অমরকুল ত্রিদশ-আলয়ে ;
মাতাও দানববৃন্দ আলাপি রাগিণী,
পিযূষে পিযূষ বর্ষি, বিদগ্ধ হৃদয়,
কর সদা সুশীতল ইন্দু-নিভাননে !

মদন-নিবাস-ভূমি কন্দর্প-আহবে,
হও অগ্রসর তূর্ণ লয়ে নেত্র-শর,
হাব ভাব অস্ত্র শস্ত্র অমোঘ-আয়ুধ ;
কুসুমেষু হানি শুম্ভে কর পরাজয়,
উঠাও কামের ঝড় ; কাঁপুক দৈত্যেন্দ্র।

মেনকা। বিষাদ-কালিমাবৃত আমরা সকল,
বন্দীভাবে তব গৃহে এবে উপনীত ;
হৃদয় জ্বলিছে সদা, শরীর বিকল,
আমোদ-প্রমোদ-ইচ্ছা এবে অস্তমিত।

উর্বশী। স্বর্গীয় অপ্সরা মোরা দৈত্য-ধুরন্ধর !
কিসে হয় দৈত্যামোদ বুঝিব কেমনে ;
বিশেষ বন্দিনী মোরা বিষণ্ণ অন্তর ;
কিরূপে দৈত্যের বাঞ্ছা পূর্ণিব যতনে।

রম্ভা। শৃঙ্খলিত বন্দিনীর হৃদয়ে কখন,
জাগে কি আমোদ-ইচ্ছা—প্রমোদ-কামনা,
বিশুষ্ক-বিদগ্ধ-হৃদে যাপিছি জীবন ;
নৃত্য গীত মরুভূমে কভু ত ফুটে না।

শুম্ভ। তোমরা বন্দিনী ধনি ! কাহার আদেশে ?
বন্দী শুম্ভ যার পদে প্রদ্যুম্ন-আহবে,
তারা কি বন্দিনী আজি দৈত্য-কারাগারে ?
কেনবা ছলিছ মোরে ; পুরাও বাসনা ;
সুবর্ণ পাত্রেতে সুরা আপনি দৈত্যেশ

দিতেছে ঢালিয়া যত্নে, কর সুধাপান।
ইচ্ছামত নাচ গাও, মাতাও শুম্ভেরে,
আমোদ-হিল্লোলে আজি প্রমোদ-আলয়ে।
নর্ত্তকীর শিরোমণি রূপের সাগর,
তোমরা অপ্সরাদল বিদিত সংসারে।
ক্ষমি অপরাধ, ভুল কামের তুফান,
উড়ুক দৈত্যেন্দ্র আজি বিহঙ্গ-গতিতে।

মেনকা। ক্ষম দোষ দৈত্য-ভূপ! অনভ্যস্ত মোরা,
পিয়িতে দানব সুধা দৈত্য-সুখকরী,
দৈত্য-সুধা সুর চক্ষে হলাহল ভরা;
অক্ষম তুলিতে মোরা আনন্দ-লহরী।

উর্ব্বশী। তথাপি আদেশ তব করিতে পালন,
নৃত্য গীত বাদ্যে মন করিনু অর্পণ।

(সকলের নৃত্য গীত।)

সঙ্গীত।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

এ সুখ তো রবে না।
জীব ভাগ্যে সুখভোগ, বহুক্ষণ থাকে না
পদ্মপত্রে যথা নীর জানিয়া কি জান না॥
ভুলিয়া মোহের ছলনে, দারা পুত্র সংমিলনে,
মূল তত্ত্ব বিস্মরণে, চিরদিন রবে না॥

দুই দিন তরে ভবে, পশিয়া জীবন-আহবে,
পঞ্চতে মিশিবে কবে, তাহাই কেন ভাবনা ॥
নশ্বর আমোদ তরে, বিস্মরি শিবশঙ্করে,
কেনবা সময় হ'রে, নাশিছ আত্ম-সাধনা ॥

শুম্ভ। চৈতন্যদায়িনী বামা ! অচৈতন্য মোরে,
করিলা চৈতন্য দান, বর্ষিয়া সঙ্গীত-
-সুধা শ্রবণ-বিবরে ; লভহ বিশ্রাম।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

শুম্ভ। (স্বগত) প্রমোদ-মদিরা-পানে উন্মত্ত-সংসার,
শেষের ভীষণ দিন নাহি জাগে কভু
স্মৃতির চিত্রিত পটে ; মুহূর্ত্তের তরে
জীবের অস্তিত্ব ভবে, জেনেও জানিনা
মোরা মোহের ছলনে ; কাটি মোহপাশ।

(চণ্ড ও মুণ্ডের প্রবেশ।)

চণ্ড। নমামি অসুররাজ ! দৈত্য-কুলাধিপ !
মুণ্ড। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ত্রৈলোক্য-প্রদীপ !
শুম্ভ। কহ চণ্ড কহ মুণ্ড কি সন্দেশ আজি
বহ উভে ভ্রাতৃদ্বয় ! কহ ত্বরা করি।
চণ্ড। কি আর কহিব প্রভো দৈত্যের ঈশ্বর !
পরমাসুন্দরী এক কামিনী-রতন,

হিমাচল আলো করি, দনুজ প্রবর !
দাঁড়িয়ে রয়েছে কিবা নয়ন-রঞ্জন।

মুণ্ড। ভাস্কর চিত্রিত চিত্র নিরুপম অতি,
মনোহরা ভামিনীর রূপের কিরণ,
বর্ণিতে কাহার সাধ্য শুন মহামতি !
চার্ব্বঙ্গী রূপের খনি শোভার সদন।

চণ্ড। পাদমূল চুম্বি পড়ে কৃষ্ণ কেশ তার,
জলদ পাইয়া লজ্জা লুকায় আকাশে ;
তিল-ফুল-জিনি নাসা নবীন বামার ;
বয়ান হেরিয়া চাঁদ সরে মেঘপাশে।

মুণ্ড। নয়ন নিরখি তার, বিহগ খঞ্জন,
লজ্জায় তিষ্ঠেনা কভু মানব-সকাশে,
ক্ষণে অত্র ক্ষণে তত্র করে বিচরণ ;
রূপের আভায় তার দশদিক্ ভাসে।

চণ্ড। সুকোমল বাহুলতা অতুল ভুবনে,
অম্বুজবদনা, ওষ্ঠ বিম্বের সমান ;
সুরম্ভাস্তম্ভোরু-রমা বসিয়া বিজনে,
হাসিয়া ফেলিছে মুক্তা, পিঙ্গল-বয়ান !

মুণ্ড। পীনোন্নত পয়োধরা গুরু-নিতম্বিনী,
দ্বিতীয়া নাহিক তার শুন দৈত্যেশ্বর।
চম্পক কুসুমনিভা চারুসিমন্তিনী,
কভু কি অসুর ভোগ্যা হবে, ভাগ্যধর !

চণ্ড। এনেছ গজের রত্ন, হ'তে পুরন্দর,
উচ্চৈঃশ্রবা লভিয়াছ নিজ বাহুবলে,
সহংস বিমান সেবে দনুজ-ঈশ্বর!
বিপুল ঐশ্বর্য্য তব সমর-কৌশলে।

মুণ্ড। কিন্তু তব গৃহে নাই এ হেন কামিনী,
কন্দর্প-নিবাস-বামা অতি সুলোচনা;
আন শীঘ্র হেন রমা; দিবস যামিনী
ভুঞ্জ সুখ; নহে মোর কবির কল্পনা।

শুম্ভ। কোথা মোর দূত-শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সুমতি!

(সুগ্রীবের বেগে প্রবেশ।)

সুগ্রীব। কহ রাজন্ কি আজ্ঞা কর মোর প্রতি?

শুম্ভ। যাও ত্বরা যেন ধরা নাহি জানে তব
পদ-সঞ্চালন। আন শীঘ্র চারু রমা।
হিমাদ্রির মূলদেশে শোভিছে কামিনী,
যাও শীঘ্র বায়ুবেগে, আন ত্বরা তাকে।
নিশুম্ভ শুম্ভেরে হেরি যারে ইচ্ছা তার
বরুক স্বামিত্ব পদে; নাহি দোষ তাহে।
নতুবা শুম্ভের রোষ হ'য়ে প্রজ্জ্বলিত
দহিবে বামায়; তার নাহিক নিস্তার।
কহিও রমারে মম বীরত্ব-বারতা।

দানব-মানব-দেব-রাক্ষস-কিন্নর,
কে না ডরে শুম্ভ সনে পশিতে আহব ?

সুগ্রীব। যে আজ্ঞা। পালিতে আদেশ তব, নিয়ত
প্রস্তুত এ দাস; চলিনু; আশীষ মোরে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—•—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

হিমাদ্রির পাদদেশে।

অম্বিকা আসীনা।

(সুগ্রীবের ধীরে ধীরে প্রবেশ।)

সুগ্রীব। (স্বগত) একি তাম্রের আকর ? কিম্বা স্বর্ণ-খনি ?
অথবা লেগেছে বহ্নি পাহাড়ের গায় ?
ভ্রান্ত আমি ; এই সেই সুন্দরী ললনা,
যাহার উদ্দেশ্যে প্রভু প্রেরিলা আমারে,
দৌত্যকার্য্য করিবারে অতি সাবধানে।
(প্রকাশ্যে) দানবী মানবী দেবী নাহি জ্ঞান মোর,
যেনা কেন হও তুমি শুনহ বচন,
দৈত্যেশ্বর শুলী শুম্ভ প্রেরিয়াছে মোরে
দূতরূপে তব স্থানে, লইতে তোমায়।
শুনি তব অপরূপ রূপের বারতা,
শুম্ভের বাসনা শুন ললনা-ললাম !
ভজ তাকে ভর্ত্তারূপে চঞ্চল-অপাঙ্গি !

অম্বিকা। (সহাস্যে)—

নাহি হেরি কোন বাধা বরিতে দৈত্যেন্দ্রে
স্বামী পদে ; কিন্তু শুন আছে মোর এক
প্রতিজ্ঞা ভীষণ ; অল্প বুদ্ধি হেতু যাহা
করিনু পূরবে আমি, দৈত্য দূতশ্রেষ্ঠ !
"যে মোরে জিনিবে সঙ্খ্যে, যেবা প্রতিবল,
যে মোর নাশিবে দর্প, সেই হবে পতি।"
বৃষস্কন্ধ শাল প্রাংশু মহাভুজ প্রভু
তব ; অজেয় সমরে। যাও অবিলম্বে
বল তাকে মোর পণ ; আসুক সমরে,
সহজে জিনিয়া যুদ্ধে ল'য়ে যাক মোরে।

সুগ্রীব। (হাসিয়া)—

কি কথা কহিলে রমে ! চাহ শুম্ভসহ
করিবারে রণ ? যার অগ্রে নাহি তিষ্ঠে
ত্রৈলোক্যে পুরুষ কেহ ভীষণ আহবে,
তার সহ যুঝিবারে বাঞ্ছা কর তুমি ?
বাসব-প্রমুখ-দেব পরাজিত যার
বাহুবলে ; ভ্রষ্ট-রাজ্য হৃত-সজ্জ যার
সমর কৌশলে, তার সঙ্গে চাহ রণ ?
যাহার প্রাঙ্গণে দেবের সম্পদ যত,
ঘোষিছে বিজয় বার্ত্তা দৈত্যেশ শুম্ভের,
তার সঙ্গে বালিকার সম্মুখ সমর !!!

ছাড় পণ, চল শীঘ্র আমার সংহতি
অসুররাজের পুরী ; অসুর-পুঙ্গব
উল্লাস-তরঙ্গে যথা রঙ্গে ভাসে সদা।
কোমল তোমার দেহ, মন্মথ সমরে
চেষ্ট জিনিবারে শুম্ভে, শুন উপদেশ।

অম্বিকা। যাও দূত শীঘ্র তুমি প্রভুর নিকটে
তব। বৃথা বাক্যব্যয় কেন বা করিছ ?
বলী শুম্ভ নিশুম্ভেরে কহ মোর পণ।

[অম্বিকার প্রস্থান।

সুগ্রীব। (স্বগত) আমিত সন্দেশবহ চলিনু সত্বর,
বামার সংবাদসহ প্রভুর সকাশে।
ধন্য নারী, ধন্য পণ, অতুল জগতে ;
শুম্ভসহ যুঝিবারে অবলার আশ !!!

[সুগ্রীবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—৩৩—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—৩৩—

শুম্ভের দরবারগৃহ।

শুম্ভ। (মন্ত্রীর প্রতি)—
কহ রাজ্যের কুশল, সচিব-প্রধান
মম; রাজ্য মধ্যে কেহ করেনাত কভু
শক্তি নাম উচ্চারণ; শক্তি-সেবা শুম্ভ-
রাজ্যে কভুনা সম্ভবে: শম্ভুর কিঙ্কর
নিশুম্ভ-অগ্রজ শুম্ভ যার অধিপতি.
সে দৈত্য-রাজত্বে কভু শক্তির অর্চ্চনা
হবেনা হবেনা মন্ত্রি! জানিও নিশ্চয়।
শক্তি—জড়, তার সেবা করে ফেরু সম
ভীরু কাপুরুষ দল; জড়-সেবা ভবে
আকাশ-কুসুম-সম অলীক নিশ্চয়।
গৃহে গৃহে শিবপূজা মঙ্গল আরতি,
শুম্ভের বাসনা মত হউক সাধিত।
শক্তি-সেবী দৈত্য পেলে দেও কারাগারে,
রাষ্ট্রমধ্যে রাষ্ট কর শুম্ভের আদেশ।

মন্ত্রী। ক্ষম অপরাধ দেব ! শক্তি-শূন্য শিব,
শব সম সার হীন, শ্মশানে নিক্ষেপ
যোগ্য ; কি ফল অর্চ্চিলে শুধু শবদেহ।
জগতে শক্তির ক্রীড়া হ'তেছে নিয়ত,
খেলিছে চৌদিকে শক্তি চক্ষের উপরে।
অনল, অনিল, জল জগত মাঝারে
সাধিছে অশেষ কার্য্য মহাশক্তি বলে।
স্থূল সূক্ষ্ম জড়ে দেখ শকতির খেলা,
শক্তি বিনা চন্দ্র সূর্য্য কবির কল্পনা।
বিভূতি চর্চ্চিত ভব পিয়ি উগ্র বিষ,
শক্তির শকতি হেতু বাঁচিল জীবনে ;
শক্তি বিনা বসুন্ধরা মরুভূমি প্রায়,
শক্তি হীন শিব পূজা অসম্ভব ভবে।

শুম্ভ। বিক্লব দুর্ব্বল যারা বসুধা ভিতরে,
শক্তি-সেবা করে তারা শক্তি-লাভ হেতু ;
শক্তি সম শক্তিশালী দনুজ নিকর,
নমিবে শক্তির পদে শক্তিলাভ তরে ?
যাও মন্ত্রি ! ত্বরা করি প্রচারো আদেশ
মোর প্রতি গৃহে আজি ; স্থানে স্থানে
পিণাক পাণির মূর্ত্তি হ'ক প্রতিষ্ঠিত ;
শৈব-মন্ত্রে কর সব দৈত্যেরে দীক্ষিত ;
শিব শিব বলি মুখে জাগুক দানব ;

দানব দানবী সব হ'য়ে রুদ্র-ভক্ত
অহর্নিশি করে যেন রুদ্র নাম জপ।

মন্ত্রী। ভেবে দেখ দৈত্যপতি! আপন অন্তরে,
কার শক্তি লভি তুমি কহিতেছ বাণী,
কার শক্তি ক্রমে তব গতায়াত ভবে;
তবু কি শক্তির খেলা অবহেলি মনে,
শক্তিরে দলিতে চাও নিজ পদতলে?
মৃতের নাহিক শক্তি—আছে যন্ত্র সব,
শক্তিশূন্য হ'য়ে জীব ধরে কি আকার।

(সুগ্রীবের প্রবেশ।)

শুম্ভ। কহ দৈত্য-দূত! কোথায় কামিনী এবে,
রাখিলে কোথায় বামা; শুম্ভের বাসনা
সত্বর হেরিতে তারে, কহ শীঘ্র করি।

সুগ্রীব। নমি আমি দৈত্য-ভূপ! বিহিত বিধানে,
বামার পণের কথা শুনহ শ্রবণে;
যে তারে জিনিবে রণে সেই হবে পতি,
সমর ব্যতীত তারে না পাবে সম্প্রতি।
বাল্যকালে ক'রেছিল প্রতিজ্ঞা রমণী,
প্রতিজ্ঞা পূরণ করি আন দৈত্যমণি!
শত শশি নখতলে পড়িয়া লুটায়,

নয়নে এ হেন রূপ হেরি না কোথায়।
রূপ-সিন্ধু উথলিছে যৌবন-পবনে,
কার সাধ্য হেন রামা নিরখে নয়নে, ;
সৌন্দর্য্য-অনলে তার পতঙ্গ সমান,
দহিছে সুকল সদা, অপূর্ব্ব বয়ান।
শোভার আধার নেত্র বর্ষিছে নিয়ত
শান্তি সুধা ; মরামর হ'তেছে প্রণত।
ভুবন-মোহিনী দেবী হেরিয়া নয়নে,
কৃতার্থ হইনু আমি দানব জীবনে।

শুম্ভ। বামার প্রতিজ্ঞা শুনি বাখানি তাহারে :
কোন্ বীর-বালা দূত! বটে সে রমণী ?
কোন্ দেশে বাস তার ? কিবা প্রয়োজনে
এসেছে নবীনা রামা হিমাদ্রির মূলে ?
শুম্ভের বীর্য্যহ বার্ত্তা বলেছ কি তারে ?
কি সাহাসে সিমন্তিনী কহিল প্রতিজ্ঞা
তার, শুম্ভ-দূত অগ্রে ; রমণী চঞ্চলা
অতি, তাহে নাহি হিতাহিত জ্ঞান তার।
নতুবা অবলা বালা চাহে যুঝিবারে
শুম্ভসহ সম্মুখ-সমরে ; অবিদিতা
মম ভুজবল বামা, বুঝিনু নিশ্চয়।
যার পদে কাঁপে ধরা, সামান্য পবনে
যথা ক্লান্তাতরু-শির, তার সহ চাহে

রামা, করিতে সংগ্রাম ? যার বাহুবলে
নিষ্কাশিত সুরগণ সুরপুরী হ'তে,
তার সঙ্গে চাহে যুদ্ধ করিতে রমণী ?
কন্দর্পের লীলা-ভূমি পঙ্কজ-নয়না
সহজে জিনিবে শুম্ভে মদন-সংগ্রামে,
সহজে বাঁধিবে মোরে বেণীর বন্ধনে।
যে শুম্ভের ভয়ে কাঁপে অমর নিকর,
—শার্দ্দূল তাড়িত মৃগ যথা বনমাঝে- -
সে শুম্ভের সনে সাধ করিতে সমর
সামান্যা বামার, দূত ! বুঝিনা রহস্য।

সুগ্রীব। রমণীর মুর্ত্তি হেরি হইল বাসনা,
কোকনদ পদে পড়ি জুড়াই যাতনা ;
বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে ভাষিছে রমণী,
অপূর্ব্ব আকার তার পূর্ণ জ্যোতিঃ খনি।
কোথায় নিবাস তার—কেন অদ্রিমূলে ?
কাহার তনুজা ? গেছি জিজ্ঞাসিতে ভুলে
দেবী মহামায়া বুঝি এসেছে ধরায়,
ভাতিছে সমস্ত দিক্ তাহার শোভায় !
যাও বীর ত্বরা করি নম তার পদে,
পাইবে অকূলে কুল সম্পদ বিপদে।
অমরের বিঘ্ন নাশ করিতে জননী,
এসেছেন নগমূলে বিপদবারিণী।

শান্তি-প্রস্রবণ তিনি করুণা সাগর,
অবতীর্ণা অদ্রিপার্শ্বে শুন দৈত্যেশ্বর !

মন্ত্রী। কে বুঝে জগতী-তলে বিধির কৌশল ;
দূত মুখে শুনিলাম অপরূপ কথা ;
মায়াময়ী যোগমায়া ছলিতে দানবে,
আসিল কি নগমূলে ভাবিছি অন্তরে।
নতুবা প্রতিজ্ঞা হেন সামান্যা রমণী,
কভু কি করিতে পারে ? শুন দৈত্যভূপ !
দেবতার মায়া বুঝা অসাধ্য দানবে ;
দনুজ অক্ষম দেব-মর্ম্ম-উদ্ঘাটনে।
বিশেষ সতর্ক হও দনুজ-পুঙ্গব !
বড়ই সন্দেহ মোর হ'তেছে অন্তরে।

শুম্ভ। কি কথা কহিছ দূত ! শুম্ভের সকাশে,
বামার শকতি যদি পারে জিনিবারে
শুম্ভ সম বীরে, তবে সকলি সম্ভবে।
অদম্য হৃদয় মোর অয়োময় খলু,
কার সাধ্য দমে তাহা বসুধা-ভিতরে ?
এখনি কেশেতে ধরি আনিব বামায়,
শক্তির রাজত্ব নাই হৃদয়-প্রদেশে
মম। দানব-আকাশে নাহি শক্তি-তারা।
কবির কল্পনা শক্তি—বাতুল-প্রলাপ।
রুদ্রের সেবক আমি রুদ্রসম বলী

আমি কি ডরাই কভু সামান্যা বামারে ?—
রণ-ভূমি ক্রীড়া-ক্ষেত্র মম। কোথা মোর
সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ ধূম্রনেত্র এবে !

(বেগে ধূম্রলোচনের প্রবেশ।)

(ধূম্রলোচনের প্রতি)—
এখনি হিমাদ্রিমূলে দানব-বাহিনী-
সহ করহ গমন ; পর যুদ্ধ-সাজ ;
আন বামা শীঘ্র বীর ! পূরাও বাসনা।
কহিও বামারে কেন বৃথা রক্তপাতে
সৃজিবে শোণিত নদী ? ভাসাবে ধরণী ?

ধূম্রলোচন। দানব-পুঙ্গব পদে করি নমস্কার।
কার সাধ্য মম সহ ত্রিভুবন মাঝে
করে রণ ? যেয়ে তূর্ণ অদ্রিমূলে এবে,
সত্বর আনিব বামা পারি যে প্রকারে।
চারু-নিতম্বিনী আসি দৈত্যরাজ-পাশে,
দাঁড়াইবে ঘনমাঝে যথা সৌদামিনী।

[ধূম্রলোচনের প্রস্থান

শুম্ভ। যাও মন্ত্রি ! যাও দূত স্বকার্য্য সাধনে,
আমিও চলিনু এবে অন্তঃপুর মাঝে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হিমাদ্রির পাদদেশ।

সিংহোপরি অম্বিকা।

ধূম্রলোচন। তুমি ত বালিকা মাত্র কেন অভিলাষ
এত সমরের ? কেন শোণিতে বাসনা ?
সাজে কি বামার সনে বীরের সংগ্রাম ?
শাস্ত্র সীমা অতিক্রমি অন্যায় সমরে
প্রবৃত্ত হইতে কভু ইচ্ছা নাহি মম।
রূপের বারিধি তুমি ক্ষান্ত হও রণে।
নাগিনী সমান হেরি বেণী দ্বন্দ তব,
মনে লয়, শুম্ভসহ মদন-সংগ্রামে
নিশ্চয় বাঁধিবে শুম্ভে নাগপাশে বামা।
কোন্ প্রাণে বালাসহ যুঝিব সম্প্রতি ?
প্রভুর আদেশ—চল তূর্ণ দৈত্যালয়,
ভুঞ্জ সুখ অহর্নিশি, বৃথা রক্তপাতে

কি কাজ? অলক্ত সহ পয়ের মিশ্রণে
ফুটে বর্ণ অলৌকিক, কিন্তু তাহা হ'তে
বর্ণ তব মনোহর; প্রদ্যুম্ন-আবাস
ভূমি। তোমার কি সাজে ভীষণ আহব
দানব-নিকর সনে? মৃণাল-নিন্দিত-
ভুজে সাজে কি ভীষণ আয়ুধ ধারণ?
বিম্বাধরা রামা তুমি—অধর অমৃতে
তব, শোভে কি রোষের চিহ্ন হলাহল?
কামের কার্ম্মুক তুচ্ছ ভ্রূর তুলনায়।
কোন্ রথী হেরি তাহা চাহে যুঝিবারে
নিরুপমা নিতম্বিনী সহ ভীমরণে?
শত সোম চুম্বে তব চরণ-অম্বুজ:
কোন্ প্রাণে মারি অস্ত্র কোমল-শরীরে
তব। উদ্যানে গোলাপ ফুটে মনোহর
শোভার নিদান কিবা সৌন্দর্য্য-ভবন;
ছিঁড়িয়া তাহারে বৃথা কে নাশে সুষমা
প্রকৃতির। হেরি তব সুচারু নিতম্ব,
লজ্জায় ধরণী বুঝি কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে।

অম্বিকা। দনুজ-সেনার পতি তুই কি পামর!
এসেছিস্ যুঝিবারে আমার সংহতি!
কবির কল্পনা ছাড়্, সমর প্রাঙ্গণে,
কর যুদ্ধ সাধ্য মত; আছে যত বল,

দেখারে প্রভুর কার্য্যে দানব বর্ব্বর !
যদি না সাহস হয় যুঝিতে সংগ্রামে,
যাও ত্বরা শুম্ভপাশে, বলহ শুম্ভেরে,
প্রেরিতে দুর্জ্জয় বলী বীর সেনাপতি,
যুঝিতে আমার সনে, যদি থাকে কেহ।

ধূম্রলোচন। কালের বিধান কেহ না পারে খণ্ডিতে,
বুঝিনু নিশ্চয় আজি বামার সমরে।
সাধ যদি তব এত সংগ্রাম করিতে,
হও অগ্রসর ত্বরা, পূরাই মনের
বাঞ্ছা। সাজ রণরঙ্গে চপল-অপাঙ্গি !
এখনি শমন-ঘরে পাঠাই তোমারে।
শুন সৈন্যগণ ! কভু হ'ওনা বিরত
নাশিতে দনুজ-রণে সামান্যা রমণী।
যে দানব-ভয়ে কাঁপে অখিল ব্রহ্মাণ্ড
তার সহ করে রণ নগণ্যা কামিনী!!!
ইচ্ছা হয় মরিবারে ; অহো ধিক্ মোরে !
রমণী নাশিয়া আজি করিব পঙ্কিল
জীবনের ইতিবৃত্ত সুযশে খচিত।
অথবা হারিলে যুদ্ধে অপযশ কত,
ঘোষিবে দামামা-রবে নিখিল-মেদিনী।
আয় পাপীয়সি ! মিটাই সমর আশ,
মৃণাল-নিন্দিত ভুজে, ধর্ শর-অসি,

যেই করে শোভা পায় শুধু ফুলশর।
রমণী-কুলের পাংশু তুই অভাগিনী,
কালের মন্দিরে যেতে দানব-সংগ্রামে,
এসেছিস্ নগমূলে কেন বল্ শুনি।

অম্বিকা। মুখের কথায় যদি হ'ত রণজয়,
নিশ্চয় বিজয়-লক্ষ্মী দানবের ক্রোড়ে;
ধর্ ক্ষিপ্র দুরাশয় উলঙ্গ কৃপাণ,
কৃতান্তে ডাকিছে তোরে অতীব আদরে।

(উভয়ের অসিযুদ্ধ ও রণবাদ্য)

অম্বিকা। অস্ত্র শস্ত্র কর এবে তুমি পরিহার,
ইষ্টদেবে স্মরি তূর্ণ যাও যমপুরে।
অচিরে হুঙ্কারে মোর হও ভস্মীভূত।

(অম্বিকার হুঙ্কারে ধূম্রলোচনের পতন)

দৈত্য সৈন্যগণ। পড়িল ধূম্রাক্ষ রণে বিনা অস্ত্রাঘাতে
শুধু হুঙ্কার প্রভাবে !! মার তীক্ষ্ণ-শর
চারিদিক্ ঘিরি বামা ; কেহ পৃষ্ঠদেশ
দেখা'ওনা রণভূমে ; শমন সদন
দানবের প্রমোদ-উদ্যান ; শুন রামা !
বাসব-বিজয়ী মোরা এ ক্ষুদ্র আহবে
হারাব জীবন ? পলাব সমর ছাড়ি ?

অম্বিকা। যাও অস্ত ক্রমে ক্রমে, যায় যথা তারা
প্রভাত উন্মুখকালে আকাশের গায়।

(সৈন্যগণের পতন)

(স্বগত) দানব-শেখর শুম্ভ রয়েছে শায়িত
ভ্রান্তির মন্দিরে সদা মাতিয়া গরবে;
হেরিছে সরাব সম অখিল ধরণী,
ভাবিছে নাশিবে ধরা নিজ-ভুজ-বলে,
অহঙ্কার-প্রতিমূর্ত্তি পাপের নিলয়—
দনুজ-ঈশ্বরে খলু করিব দলন,
দানব-বিহীন ভব হইবে নিশ্চয়।
দেব-রাজ্যে দৈত্য-ভূপ কেন বা শোভিবে ?

(সসৈন্যে বেগে চণ্ড মুণ্ডের প্রবেশ।)

চণ্ড। কাহার নন্দিনী তুমি কাহার কামিনী ?
মুণ্ড। কাহার জননী তুমি বল সীমন্তিনী।
চণ্ড। কি হেতু শৈলেন্দ্র শৃঙ্গে হ'য়ে একাকিনী;
মুণ্ড। ভ্রমিতেছ দিবানিশি যেমতি স্বৈরিণী;
চণ্ড। কুলটা রমণী বুঝি, তেঁই তব পতি,
মুণ্ড। নির্ব্বাসিত করিয়াছে এ হেন যুবতী;
চণ্ড। দেবী কি মানবী তুমি বুঝিতে অক্ষম,
মুণ্ড। শুম্ভের আদেশ পালে যক্ষ-রক্ষ-যম;

চণ্ড। রূপের ভাণ্ডার তুমি শোভার নিদান,
মুণ্ড চাহে শুম্ভ কামানলে আহুতি প্রদান;
চণ্ড। দৈত্যেন্দ্র হইবে ভর্ত্তা তুমি ভাগ্যবতী,
মুণ্ড। অবিলম্বে চল বামা মোদের সংহতি;
চণ্ড। রত্ন রাজি দৈত্যগৃহে শোভিতেছে কত,
মুণ্ড। অধিষ্ঠাত্রী হ'য়ে তুমি ভুঞ্জ অবিরত;
চণ্ড। অহর্নিশি শুম্ভ-সনে কর সুধাপান,
মুণ্ড। উঠুক দৈত্যেশ-গৃহে কামের তুফান;
চণ্ড। ইচ্ছায় না যাও যদি শুম্ভের সকাশ,
মুণ্ড। কেশে ধরি নিয়ে তার পুরাইব আশ;
চণ্ড। যুদ্ধের কি জান তুমি প্রফুল্ল-নলিনী,
মুণ্ড। মিত্র সম শুম্ভ-দৈত্যে চুম্ব বিনোদিনি!
চণ্ড। ফুল-শর করে ল'য়ে চল সীমন্তিনি!
মুণ্ড। মদন-সমরে শুম্ভে বিনাশ মোহিনি!
চণ্ড। নিরুত্তর কেন রামা! চিন্ত কি অন্তরে।
মুণ্ড। দানব দেবতা হ'বে, পড়ি তব করে।
চণ্ড। চতুরঙ্গ বল-সহ মোরা দুই ভাই,
মুণ্ড। যাদের সমান বীর ত্রিজগতে নাই,
চণ্ড। পালিব প্রভুর আজ্ঞা নিজ ভুজবলে,
মুণ্ড। যুদ্ধের কি জান তুমি কহলো অবলে!
অম্বিকা। তোদের সবাই শুধু বাক্য-বিশারদ।
কবিদের লীলা ভূমি দানব সমাজ।

বীরত্বের বিনিময়ে কিনিয়া কবিত্ব
এসেছিস্ যুঝিবারে আমার সংহতি।
ধর্ অসি ধর্ চাপ যাহা ইচ্ছা হয়;
দানবের রণসাধ মিটাইতে আমি
অবতীর্ণা নগমূলে শুন্‌রে দুর্ম্মতি!
নাহি মোর পিতা মাতা নাহি মোর স্বামী,
অযোনি-সম্ভবা আমি ত্রিলোক-জননী।
বাসব দিনেশ আদি জিনি দেবগণে,
স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াছে দৈত্য কুলাঙ্গার,
ভেবেছে দেবের দেহে নাহিক শকতি,
যা ইচ্ছা করিবে শুম্ভ ত্রিলোক ভিতরে;
এতই আস্পর্দ্ধা তার! দনুজ-দলনী
দলিতে দানব দল আবির্ভূতা এবে;
আসুক নিশুম্ভ-শুম্ভ-দানব-শেখর
সমস্ত দানব বল করি একত্রিত,
বুঝিবে নারীর দেহে আছে কত বল।
পুষ্পিত বচনে বল কে পারে জিনিতে?
দেব-ভোগ্য দেবাবাস দানব নিবাস
এবে। ইচ্ছে যদি শুম্ভ পরাণে বাঁচিতে,
পাতালে যাইতে তারে বলহ সত্বর,
নতুবা জীবন-দীপ নিভিবে নিশ্চয়,
মিটিবে শোণিত-সাধ আসন্ন-সমরে।

(অসিকরে করালবদনা কালীর আবির্ভাব।)

কালী। আয় চণ্ড আয় মুণ্ড কতক্ষণ রবে,
এখনি দানব-সৈন্য মারিব আহবে ;
কালের বুদ্বুদ্ সম তোদের জীবন,
বীরত্ব তোদের শুধু মুখের বচন ;
কত জন বীর আছে তোদের মতন,
শুম্ভের সেনার মধ্যে শোভার কারণ ?
ভোজনে পারগ অতি যুদ্ধে হীনবল,
সমর ক্ষেত্রেতে শুধু বচন সম্বল ;
ধর্ অসি কর যুদ্ধ, করিব সংহার,
যাও চলি কুতূহলে শমন-আগার ;

(চণ্ডসহ কালীর অসিযুদ্ধ, দৃশ্যের অন্তরালে উভয়ের প্রস্থান ও চণ্ডের ছিন্নমুণ্ড ধারণপূর্ব্বক কালীর পুনঃ প্রবেশ।)

মুণ্ড। কোথা হ'তে এল বামা ভ্রুকুটী-কুটিলা,
মসীবর্ণ জিনি কৃষ্ণা গলে মুণ্ডমালা ;
শুষ্ক-মাংস রুক্ষ-কেশী করাল-বদনা,
দ্বীপি-চর্ম্ম-পরিধানা ভীষণ-রসনা ;
তীক্ষ্ণ অসি করে ধরি নাচে উন্মাদিনী,
আরক্ত-নয়না বামা ভীতি-বিধায়িনী,
বিচিত্র খট্বাঙ্গ ধরা ভৈরব-নাদিনী,
নরকর কাঞ্চীরূপে প'রেছে কামিনী ;

আয় দেখি কত বল আছে ভুজে তব,
মুণ্ড সম বীর্য্যশালী নাহি ধরে ভব;
চণ্ডরে নাশিয়ে তোর এত অহঙ্কার,
মোর যুদ্ধে কভু তোর নাহিক নিস্তার।

(উভয়ের অসিযুদ্ধ; মুণ্ডের পশ্চাতে কালী ধাবিতা:
চণ্ডমুণ্ডের শিরসহ পুনঃ প্রবেশ।)

কালী। চণ্ড মুণ্ড মহাসুর করিনু বিনাশ,
নিশুম্ভ শুম্ভেরে নাশি হওমা প্রকাশ।

অম্বিকা। যুদ্ধ-যজ্ঞে চণ্ড মুণ্ড নাশিলা ভৈরবি!
চামুণ্ডা নামেতে খ্যাতি হবে তব দেবি!

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা-গৃহে শুম্ভ একাকী আসীন।

শুম্ভ। (স্বগত) একে একে নিভিতেছে আশার প্রদীপ
একাল সমরে মম। দৈত্যের আবাস
ছাইল তিমির-জালে। কুক্ষণে হেরিল
বামা, কালকূট-ভরা ভীম-ভুজঙ্গিনী,
হিমাদ্রির পাদদেশে, চণ্ড মুণ্ড বীর।
কুক্ষণে পশিল মোর শ্রবণ-বিবরে
রূপের কাহিনী তার, অপূর্ব্ব বারতা।
মারিল মন্মথ কোমল-কুসুম-ইষু,
বিঁধিল মরমস্থল দারুণ আঘাতে;
মার-শরে জর্জ্জরিত শুম্ভের শরীর।
কুক্ষণে আদেশ দিনু আনিতে সে রামা,
ভবিষ্যত মানচিত্রে দৃষ্টি নাহি করি।
সামান্যা রমণী-বোধে প্রেরিলাম দূত,
বাধিল তুমুল রণ শুনি তার পণ।

অকালে হারানু রণে দুর্ব্বার সংগ্রামে।
ভৈরবী পিশাচী এক কোথা হ'তে আসি
নিমিষে নাশিল দুই ভীম মহারথী।
গেল চণ্ড গেল মুণ্ড; চতুরঙ্গ বল
কত, হারা'ল জীবন পলক ভিতরে।
ক্রমশঃ হ'তেছি ক্ষীণ বামার সংগ্রামে।
এ নহে সামান্যা বামা, নতুবা এ ঘোর
দনুজ-সমরে জিনে হেন সাধ্য কার?
পবন বরুণ আদি যে দনুজ-ভয়ে,
পলাইল স্বর্গ ছাড়ি কাপুরুষ দল,
তাহারা পণ্ডিত আজি, কামিনীর রণে!!!
নিশ্চয় কুপিতা লক্ষ্মী দৈত্যকুল প্রতি।
বিধির কৌশলজাল হ'তেছে বিস্তৃত,
ভীষণ অসুর কুল করিতে নির্ম্মূল।
সুখ দুঃখ একসূত্রে গাঁথা এই ভবে;
ভুঞ্জিনু অশেষ সুখ আমি এতদিন,
এখন দুঃখের ভাগ অসুর-অদৃষ্টে;
তেঁই এত বিড়ম্বনা—লাঞ্ছনা অপার
সহিছি নিয়ত এবে রমণী সংগ্রামে।
দনুজ-গৌরব-রবি যাবে অস্তাচলে,
দানব জিনিয়া দেব হবে প্রতিষ্ঠিত
পুনঃ, সূত্রপাত তার মম ভাগ্যদোষে

হ'ল উপনীত আজি বিধির বিধানে।
হ'ক ভবিষ্যত মোর গভীর আঁধারে,
অসুর অমর নহে; নশ্বর এ দেহ;
কল্পান্ত স্থায়িনী কীৰ্ত্তি অতল সলিলে
দিব বিসর্জ্জন আমি থাকিতে জীবন?
ধমনীতে এক বিন্দু থাকিতে শোণিত,
কলঙ্কের ডালি আমি পেতে লব শির?
বীরকুল-গ্লানি হবে কশ্যপ নন্দন?
শুম্ভের জীবন পণ এ ঘোর আহবে।
কীৰ্ত্তি-হীন জীবনের কিবা প্রয়োজন,
যশোশূন্য বীর আর সুধাশূন্য ধরা
উভে সম, নাহি কোন ইতর বিশেষ।
কোথা মোর সেনাপতি রক্তবীজ এবে।

(রক্তবীজের প্রবেশ।)

অসুর কুলের মান রাখহ সমরে।

রক্তবীজ। প্রণমি রাজেন্দ্র-পদে। করহ আদেশ
যাহা হয় অভিরুচি; প্রস্তুত নিয়ত
সাধিতে প্রভুর কার্য্য জীবনান্ত করি।

শুম্ভ। নগেন্দ্রের মূলদেশে আসিয়া কামিনী
পরমা রূপসী এক, বাঁধাল তুমুল
যুদ্ধ; অস্তমিত ধূম্রনেত্র-চণ্ড-মুণ্ড

বীর অকালে সমরাম্বরে মম ভাগ্য-
দোষে ; তুমিই ভরসা এবে, যাও ত্বরা,
আন বামা পার বীর ! যেরূপ কৌশলে ;
দানব-পতির আশা—দনুজ-সম্মান,
ন্যস্ত এবে তব করে শুন বীরবর !
শম্ভুর কিঙ্কর আমি রুদ্রবলে বলী,
মম সৈন্য ধরাশায়ী বামার কৃপাণে ?
হা বিধাতঃ ! কোন্ দোষে দোষী তব পদে,
বুঝিতে অক্ষম দাস ; পতিত অকূল-
জলধি-সলিলে, মগ্ন প্রায় জীর্ণ তরী
মম , হেরিছি চৌদিক গভীর আঁধারে
আবৃত ; যাক্ দৈত্য-অনীকিনী তোমার
সংহতি ; নাশ দর্প কামিনীর, সম্মুখ
সমরে ; দেখাও বীর্য্য নিখিল জগতে।
ধরনীর পৃষ্ঠে আছে যত সুরগণ,
দেখুক স্তম্ভিত হ'য়ে দানব-বীরত্ব,
পুরাণ গাইবে ভবে এই মহাগীতি।

রক্তবীজ। কি ভয় অসুরপতি ! ক্ষম আজ্ঞাবহে,
এখনি চিকুর ধরি আনিব রমণী।
মানবী দানবী কিম্বা দেবীর উদরে
লভিয়া জনম খলু অক্ষম নাশিতে
রক্তবীজ মহাবলী বিদিত ভুবনে।

করুক শোণিতপাত মম দেহ হ'তে
যত ইচ্ছা অবিরত, নাহি ডরি তাহে ;
প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু জন্মাবে দানব—
মোর দেহ পরিমাণ, মম সম বীর।
পূর্ণিবে সমর-ক্ষেত্র নূতন দানবে,
কে পারে নাশিতে মোরে বসুধা ভিতরে ?
যতই দেখা'ক মায়া রণক্ষেত্রে বামা,
ভেদি তার মায়াচক্র বধিব এখনি ;
দানব-শার্দ্দূল তুমি, কহিনু তোমারে।
সাজুক অসুর সৈন্য, আততায়ী নাশে।
হো'ক অগ্রসর তূর্ণ ; বাজা'ক দুন্দুভি—
রণ-ভেরী-তূরী আর আছে যত বাদ্য
শ্রবণ বধির করি বা'জাক সত্বর ;
আসুক অমর নর কিন্নর রাক্ষস,
দানব-সংগ্রামে কারো নাহিক নিষ্কৃতি।

শুম্ভ। যাও তবে রক্তবীজ ! আশীষি তোমারে,
বিলম্বে নাহিক ফল, পুরাও বাসনা।

[শুম্ভের প্রস্থান

রক্তবীজ। (স্বগত)

সময়-শকটে উঠি বিধির কৃপায়,
আসিল সময় যদি, দৈত্য ভাগ্যক্রমে,

দেখাব নৈপুণ্য এবে সংগ্রাম-ভূমিতে,
দেখিয়া অবাক্ হবে সমগ্র জগত।
বীর-কুল নমি-শির রক্তবীজ-পদে,
গাইবে তাহার কীর্ত্তি দূর দূরান্তরে।

[রক্তবীজের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শুম্ভের অন্তঃপুর।

শুম্ভ ও চন্দ্রভাগা।

চন্দ্রভাগা। কেন আজি বাজে নাথ জীমূত-আরাবে
সমর দুন্দুভি ভেরী মাতা'য়ে দানবে ?
কেনবা সাজিছে আজি দনুজ-বাহিনী,
কেন আজি ঘন ঘন কাঁপিছে মেদিনী ?
কেন চতুর্দ্দিকে শুনি ঘোর কলরব ?
মাতঙ্গ তুরঙ্গ কেন নাদিছে ভৈরব ?
সবে ব্যস্ত অতি ত্রাস্ত কিবা প্রয়োজনে ?
বল নাথ কৃপা করি পদাশ্রিত জনে।

শুম্ভ। কি আর কহিব প্রিয়ে ! বিপদ বারতা,
দুঃখের সাগরে ভাসি অকূল আঁধারে।
কোথা হ'তে আসি এক অপূর্ব্ব রমণী,
করিছে তুমুল যুদ্ধ দানবের সহ :
পতিত তাহার যুদ্ধে ধূম্র মহারথী,

চণ্ডমুণ্ড বীরদ্বয় সহ দৈত্যচমূ।
দেবের হিতের তরে নির্ভীকা রমণী,
যুঝিছে অসুর সঙ্গে হিমাদ্রির মূলে।
দানবের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত এবে;
দুঃখের কবলে পশি দনুজ-সন্তান,
সহিছে লাঞ্ছনা কত নাহি পরিসীমা।
নশ্বর সংসারক্ষেত্রে এক নিকেতনে,
ক্ষণকাল তরে মোরা সম্মিলিত সবে,
কেহ স্বামী কেহ ভার্য্যা পিতা পুত্ররূপে;
সমবেত পান্থশালে পথিক যেমন
রজনী প্রভাতে যায় গন্তব্য-প্রদেশে;
তেমতি জীবন নিশা করিয়া যাপন,
যাব মোরা স্ব স্ব স্থানে জীবন-প্রভাতে।
ভেবে দেখ ইতিপূর্ব্বে ছিলে কার ঘরে,
কে ছিল তোমার স্বামী কে তব জনক,
কাহার জননী ছিলে, কে ছিল জননী,
নর কিম্বা নারী ছিলে আছে কি স্মরণ?
জীবনের যবনিকা হইলে পতন
কভু না রহিবে স্মৃতি, বিস্মৃতি সলিলে
ডুবিবে ঘটনা সব, ঘটিল জীবনে
যাহা শুম্ভ-পত্নীরূপে এ দৈত্য আবাসে।
নাহি রবে স্মৃতি-রেখা; মুছিবে সকল।

জীবনের নবাধ্যায় ভব-রঙ্গমঞ্চে
অভিনীত হবে পুনঃ, উষার কিরণে
ভাসিয়া যাইবে তব জীবন-প্রবাহ
অনন্ত-বারিধি-পানে শুনলো সুন্দরি !
সংযোগ বিয়োগ শুধু কালের বর্ত্তনে,
ঘটে ভবে জীব ভাগ্যে, কহিনু তোমারে।

চন্দ্র। কহ নাথ কিবা হেতু হিমাদ্রি-শিখরে,
জ্বালিল সমর-বহ্নি, দহিতে অসুরে ?
কি দোষ করিল দৈত্য রমণী সকাশে,
চামুণ্ডারূপিনী বামা রণ-রঙ্গ-ঘরে
অরুন্তুদ হেন কার্য্য কেন বল করে ?

শুম্ভ। কেন প্রিয়ে পুনঃ পুনঃ সুধাও আমারে
সমর কারণ বৃথা ; বিধির লেখনী
লিখিলা অব্যক্তাক্ষরে, নগমূলে বামা
মায়াবিনী, জ্বালিবে রূপের বহ্নি, তাহে
পুড়িবে দানবদল ; জীবন-নাটক
হইবে সমাপ্ত মম, কালের মন্দিরে
পশিব পুলকে প্রিয়ে ! শুন বিনোদিনি !
সেই অব্যক্ত অক্ষর হ'তেছে ক্রমশঃ
ব্যক্ত ; বিধির কৌশল হ'তেছে বিস্তৃত

চন্দ্র। জান যদি প্রিয়তম ! সমরের ফল,
পশি তাহে কেন তবে হও হীনবল ?

বৃথা এ শোণিত পাতে কিবা প্রয়োজন ?
পূর্ণিতে রোদন-রবে অসুর-ভবন ?
ছাড় যুদ্ধ, কর সন্ধি, পাতালে গমন
কর সব দৈত্যকুল, রক্ষিতে জীবন।
ধার্ম্মিক জীবের পক্ষে জনম-মরণ,
এক বৃন্তে দুই ফল সম আস্বাদন।
কর্ম্মক্রমে সুখ দুঃখ ফুটি দুই ফুল,
নিয়ত জীবেরে ভবে করিছে আকুল ;
কর্ম্মবৃক্ষে পুণ্য পাপ দুইটি শাখায়,
মানব-দানব অলি উড়িয়া বেড়ায় ;
প্রসাদ-সন্তাপ তাহে ধরে দুই ফল,
ভব নাট্য-মঞ্চে এই বিধির কৌশল।

শুম্ভ। শুম্ভের রমণী হ'য়ে হেন উক্তি তব ;
বীরের গৃহিনী তুমি কহিলে কেমনে
শুম্ভে সন্ধি করিবারে নগণ্যা বামার
সনে ? শুম্ভের হৃদয় কুসুম-কলিকা
নহে ; (বক্ষে হস্তে দিয়া) পাষাণ নির্ম্মিত
হৃদয় আমার,
এখনো কি বুঝ নাই প্রাণের প্রতিমে !
ভবে যে কোমল দেখ, তোমার সংযোগে
শুধু পাষাণো কর্দ্দম ; লৌহ যথা হয়
প্রদীপ্ত পাবক যোগে, শুন বিধুমুখি !

সামান্যা কামিনী-সহ শুম্ভের সমরে,
মাগিব জীবনভিক্ষা তার পদতলে ?
উত্তর হিমাদ্রি যদি দক্ষিণেতে যায়,
আকাশের সোম মিত্র গড়ায় ভূতলে,
মানব দানবকুল বিনাশে মহীতে,
যদিও সম্ভব হয় এই সমুদয়,
তথাপি হবেনা কভু সমরে বিরতি।
যুদ্ধে সন্ধি কভু নাহি শুম্ভের সকাশে।
নিশুম্ভ অগ্রজ আমি দনুর নন্দন,
কশ্যপ জনক মম, দানব-সম্রাট,
পত্নীর অঞ্চল ধরি সংগ্রামের ভয়ে,
প্রস্থান উচিত মম পাতাল ভবনে !!;
দানব-নন্দিনী তুমি দনুজ-কামিনী,
এত ভয় তব প্রাণে কহ বিধুমুখি !
কোথা হ'তে উপজিল ? শুম্ভসোহাগিনি !
ভার্য্যারূপে মন্ত্রী তুমি দানবরাজের,
তোমার মন্ত্রণা এই ? হা ধিক্ আমায়।

চন্দ্র। ক্ষম নাথ ! অপরাধ ক'রেছি চরণে,
স্বামী বিনা অন্য দেব নাহি ত্রিভুবনে ;
নারীর দেবতা স্বামী শুন প্রাণেশ্বর,
পতিপ্রাণা রমণীর ভর্ত্তাই ঈশ্বর।
বিয়োগ পাছে বা হয় এই আশঙ্কার,

কামিনীর মন দোলে সন্দেহ-দোলায় ;
স্বামী বিনা অন্য কিছু নাহি হয় দৃষ্টি,
স্বামী-ধ্যানে নারী পায় সদা শান্তি-বৃষ্টি ;
কোমল কুসুম সম নারীর অন্তর,
কভু না করিতে চাহে প্রাণেশে অন্তর ;
গৃহ-সরোবরে বামা যথা পঙ্কজিনী,
স্বামী-সূর্য্য হেরে সদা হয় প্রমোদিনী ;
স্বামী—তরু নারী—লতা ভেবে দেখ মনে,
বৃক্ষের ছেদনে লতা বাঁচিবে কেমনে ?
অতীব কোমল নাথ ! কামিনীর মন,
পতি চিন্তা পতি ধ্যান পতিতে মগন ;
সকল মঙ্গলাবাস সিতিকণ্ঠ তব
রাখন বংশের মান কুলের গৌরব।

শুম্ভ। নিষ্কোষিত অসি করে পশিয়া সমরে,
নিমিষে মারিয়া অরি ফিরিব এখনি,
বিয়োগ বিধুর-প্রিয়ে তিষ্ঠ ক্ষণকাল ;
শঙ্কর-কিঙ্কর শুম্ভ অজেয় জগতে।

[শুম্ভের প্রস্থান।

চন্দ্র। (স্বগত)
দেব-দেব ত্রিলোচন ! করি নমস্কার,
অকূল-সমুদ্রে আজি করহ নিস্তার ;

তুমি বিনা দৈত্য ভূপে কে রক্ষিবে আর,
দানব ভরসা তুমি করুণা আধার,
তব ভক্ত দৈত্যপতি চলিল সমরে,
রক্ষ রক্ষ বিরূপাক্ষ সংগ্রাম-সাগরে।
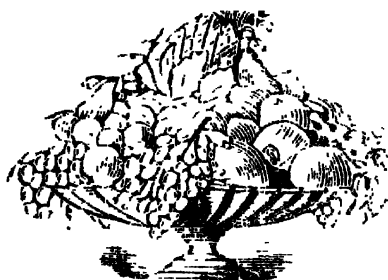
[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমাদ্রির মূলে।

অম্বিকা ও কালী।

ব্রহ্মশক্তির প্রবেশ।

ব্রহ্মশক্তি। আসিনু ব্রহ্মাণী এবে দানব সমরে,
ব্রহ্মার শকতি আমি সাজ-সজ্জা করে,
কমণ্ডলু অন্য হস্তে করিয়া ধারণ,
আসিলাম দৈত্যকুল নির্মূল কারণ।
নমামি চণ্ডিকে দেবি দানবঘাতিনি।
আশীষ দাসীরে মাতঃ ভুবন পালিনি!

অম্বিকা। এস এস ব্রহ্মশক্তি সৃষ্টির নিদান,
দানব বিনাশ হেতু হও আগুয়ান।

মাহেশ্বরীশক্তির প্রবেশ।

মাহেশ্বরী। আসিনু সংগ্রাম ক্ষেত্রে আমি মাহেশ্বরী,
ত্রিশূল ভীষণ হের, শীঘ করে ধরি;

দানব-দলন-হেতু এসেছি জননি !
প্রণমামি করপুটে দনুজ-দলনি !
ধরা উদ্ধারিণী তুমি দৈত্য-বিনাশিনি !
আশীর্ব্বাদ কর মোরে ত্রৈলোক্য-তারিণি !

অম্বিকা। এস এস শিবশক্তি অশিব-নাশিনী।
বিনাশ অচিরে রণে দনুজ-বাহিনী।

(বৈষ্ণবীশক্তির প্রবেশ।)

বৈষ্ণবী। আসিনু বৈষ্ণবী-শক্তি সমর প্রাঙ্গণে,
শঙ্খ-চক্র-গদা-অসি স্বভুজে গ্রহণে ;
যক্ষ রক্ষ দৈত্যচয় সমূলে নাশিব,
দনুজ দমন করি বসুধা পালিব ;
নমামি সাষ্টাঙ্গে মাতঃ পতিতপাবনি !
মূলাধারে তুমি দেবি ! কুলকুণ্ডলিনী।

অম্বিকা। পালিনী-বৈষ্ণবী-শক্তি আসিয়া সমরে,
পাল সৃষ্টি, নাশি শীঘ্র দানব-নিকরে।

(কৌমারীশক্তির প্রবেশ।)

কৌমারী। স্কন্দ-শক্তি হই আমি, ময়ূর-বাহনে
আসিনু সমরে এবে অসুর-দলনে ;
নমামি নগেন্দ্রবালে ! অনন্তরূপিনী !
আশীষ আমারে দেবি ! ব্রহ্মাণ্ড-মোহিনি !
দেবের হিতের হেতু আবির্ভাব ভবে,
বিনাশ দানবদল সম্মুখ-আহবে।

অম্বিকা। আশীষি কৌমারীশক্তি শৌর্য্যের আবাস,
দনুজ-সমরে বীর্য্য করহ প্রকাশ।

(ঐন্দ্রীশক্তির প্রবেশ।)

ঐন্দ্রী। আসিনু ইন্দ্রের শক্তি বজ্র হস্তে করি,
নমি আমি পদাম্বুজে দেবি সুরেশ্বরি।
দানব-সংগ্রামে মাগো মাতাও সকলে,
পাপিষ্ঠ দনুজকুল যা'ক্ রসাতলে।
ভুঞ্জুক তোমার বরে সুখ সুরগণ,
মাতৃক্রোড়ে লভে শান্তি সন্তান যেমন।

অম্বিকা। এস পুরন্দর-শক্তি সমর-প্রাঙ্গণে,
ধর অস্ত্র বিধিমত দনুজ-দলনে।

(সসৈন্যে রক্তবীজের প্রবেশ।)

সঙ্গীত।

ইমন কল্যাণ—মধ্যমান ঠেকা।

এ কে সমরে, রূপে চপলা জয় করে।
দেবী কি মানবী নহেত দানবী,
আলোকিত রূপে সমস্ত পৃথিবী;
আয়ুধ ভীষণ,
স্বকরে ধারণ,
বামার চরণ ভরে ধরা ধরে॥

কাহার নন্দিনী, কাহার গৃহিণী,
দাড়াইয়া যেন স্থির-সৌদামিনী ;
মহিষমর্দ্দিনী,
এল কি অবনী,
দানব বিনাশ তরে ॥

রক্তবীজ। (স্বগত)
একি রণ-ভূমি, কিম্বা রূপের বাগান,
ফুটেছে রূপের ফুল শোভার নিদান ;
প্রকৃতির সরোবরে যেন কমলিনী,
ফুটিয়া করিছে আলো দিবস যামিনী ;
ত্রিদিব সুষমা বুঝি ভাসিছে ধরায়,
নন্দন হারিল আজি ভবের শোভায়।
(প্রকাশ্যে) কে তোমরা অদ্রিমূলে কহলো সুন্দরি !
সৌদামিনী জিনি প্রভা আহা মরি মরি !!
কাহার নন্দিনী সব কাহার গৃহিনী,
কি হেতু নির্জ্জনবাস কহ সিমন্তিনি !
ফুলশর হানিতেছ মদন-সমরে,
নাশিছ সহজে তেঁই অসুর-নিকরে,
সুচারু-কুসুম ফুটি হিমাদ্রির গায়,
দানব-মানব-দেব সমানে মাতায়।
অম্বিকা। জনক-জননী হ'তে মোদের উদ্ভব
প্রাকৃত জীবের মত কভু না সম্ভবে ;

অযোনি-সম্ভবা মোরা শুনরে পামর !
স্বামীর পদেতে কারে করিব বরণ ?
স্বীয় শক্তিবলে মোরা অজেয় অজ্ঞেয়।
শুম্ভের উদ্বাহ আশা করিতে পূরণ
অবতীর্ণা হিমাদ্রির রম্য পাদমূলে।
দৈত্যাবাস পূর্ণ কিরে তোদের মতন
বীরে ? শূরত্বের স্থলে কবিত্ব কেবল।
দৈত্যকুলে এত কবি লভেছে জনম,
ভাবি নাই কভু মোরা শুনরে দুর্ম্মতি !
কবির কি সাজে রণ ? বীরের কবিত্ব ?
শৌর্য্য-বীর্য্য শোভে শুধু সমর-প্রাঙ্গণে,
কবিত্বের লীলা খেলা কবির সমাজে,
কল্পনা-রাজত্বে সদা করে অধিবাস ;
যুদ্ধের কি জানে তারা দানব-কিঙ্কর !
ধর্ অসি ধর্ শর যাহা ইচ্ছা তোর,
ডাকিছে শমন তোরে লইতে আতিথ্য
আজি তার নিকেতনে যাও অবিলম্বে।
দানবকুলের পাংশু—অসুর জম্বুক !
আসিলি সমরক্ষেত্রে হ'য়ে সেনাপতি
দনুজ রাজের, তুই দুর্ব্বৃত্ত পামর !
ভাসায়ে সমরক্ষেত্র স্বদেহ-শোণিতে,
জীবন আহুতি দিতে উপস্থিত রণে।

রক্তবীজ। বাজাও রণের বাদ্য সহ তান লয়,
আমার সমরে সৈন্য! কি ভয় কি ভয়;
জন্মিলে মরিতে হবে জানিও নিশ্চয়,
চিরদিন ভবে বেঁচে কে কোথায় রয়?
আয় দেখি তনু-অঙ্গি! ভুজে কত বল,
যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু তোর নয়ন সম্বল;
আমরা বীরের জাতি শূরত্বের খনি,
দানব-সমরে তাহা বুঝিবি রমণি!

ইন্দ্রশক্তি। বাক্য বিশারদ হেরি দৈত্য-সেনাপতি!
কেন বাক্‌যুদ্ধে রত থাকিতে কৃপাণ
স্বীয় করে। মারিনু কুলিশ অস্ত্র অতি
ভয়ঙ্কর, রাখ্‌ দেখি নিজ প্রাণ আজি
এ আহবে। (বিস্ময়ে) রক্ত হ'তে জনমিল বীর
কত, রক্তবীজ সম; একি ইন্দ্রজাল?

বৈষ্ণবীশক্তি। শোণিত-সম্ভব বীর ধর অসি করে,
এখনি পাঠাই সবে কৃতান্তের ঘরে;
ক্ষেপিনু আয়ুধ চক্র, অতীব ভীষণ,
আত্মীয় বান্ধব সব কররে স্মরণ।

রক্তবীজ। যত বিন্দু রক্ত মোর পড়িছে ধরায়,
আমার সমান বীর ততই জন্মায়।
মার অস্ত্র পার যত শক্তি থাকে করে,
শোণিত-সম্ভব-বীর যুঝিবে সমরে;

কার সাধ্য নাশে সব ? জানিও নিশ্চয়,
ভাল চাও ত্যজি যুদ্ধ চল দৈত্যালয়।

অম্বিকা। (কালীর প্রতি)
কেন আর বৃথা কাল করিছ যাপন,
চামুণ্ডে বিস্তার কর সত্বর বদন ;
মোর অস্ত্রে যত রক্ত হইবে নির্গত
দৈত্য দেহ হ'তে, পান কর ক্রমাগত।
ধরণীর পৃষ্ঠে যেন না পড়ে শোণিত,
রক্তবীজ বধ হেতু কহিনু নিশ্চিত।

কালী। প্রস্তুত তোমার আজ্ঞা করিতে বহন,
মার অস্ত্র, করিলাম বিস্তার বদন ;
রক্তবীজ রক্তে ধরা হবে না রঞ্জিত,
পিয়িব মনের সাধে তাহার শোণিত।

অম্বিকা। আয়রে দানব তুই দৈত্যকুল-গ্লানি !
তোদের বীরত্ব আমি বহুকাল জানি।
সামান্যা রমণী জ্ঞানে উপেক্ষ পামর ?
দেবদ্বেষী হইয়াছ অসুর-নিকর।
এ পাপের প্রতিফল এখনি সমরে,
লভিবি দনুজ ! তুই রমণীর করে ;
না পায় দর্শন যারে ধ্যানে যোগিজন,
যাহার মহিমা ঘোষে জগত-জীবন ;
তাহার সহিত চা'স্ করিবারে রণ,

এ স্পর্দ্ধার পরিণাম নিশ্চয় পতন ;
বিলম্বে নাহিক কাজ আয়ুধ গ্রহণ,
কর শীঘ্র, যাও চলি শমন ভবন ;
বসুধা তোদের পাপে ভারাক্রান্তা অতি,
তেঁই আমি অবতীর্ণ হ'য়েছি দুর্ম্মতি !

রক্তবীজ। আর না—সহে না আর পরুষ বচন,
তোমার দাম্ভিক-বাক্য দহিছে জীবন ;
কৃতান্তে অর্পিতে তোরে ধরিনু কৃপাণ,
চুম্বিবে ভূতল শির, হও আগুয়ান।
ছিন্ন-মস্তা হ'য়ে তুমি ধরণী-শয়নে,
চির-নিদ্রা ভুঞ্জ সুখে সমর-প্রাঙ্গণে।

(উভয়ের অসিযুদ্ধ ও সৈন্যগণের সহিত
শক্তিগণের যুদ্ধ ও রণবাদ্য।)

অম্বিকা। এই তোর অস্ত্রশিক্ষা বীরকুলাঙ্গার !
পারিস্ করিতে শুধু মেষের সংহার ;
সেনাপতি পদে আজি কে বরিল তোরে,
কে পাঠা'ল রণক্ষেত্রে এ হেন বর্ব্বরে ?
অসি সঞ্চালন নহে মুখের বচন,
কার সাধ্য রক্ষে তোরে সংগ্রামে এখন ?

(অস্ত্রাঘাত)

(অসির আঘাতে রক্তবীজের ভূতলে পতন)

রক্তবীজ। অহো কি যন্ত্রণা !! আজি হারানু জীবন—
সামান্যা নারীর হস্তে হইল পতন ;
রক্তবীজ সম যোদ্ধা বসুধা ভিতরে,
আছে কি কখন তাই ভাবিনু অন্তরে ;
সেই দর্প খর্ব্ব হেতু বামার উদ্ভব,
ডুবানু রামার করে দনুজ-গৌরব ;
এ নহে সামান্যা রামা। সামান্যা রমণী,
দানব বিহীনা ক্রমে করিল অবনী :
ভ্রান্ত আমি, ভুলি তেঁই মায়ার ছলনে,
করিনু ভীষণ রণ জগদম্বা-সনে।
চিনেছি চিনেছি মাতঃ বিশ্বসংহারিণি !
প্রকৃতিসন্তানে তুমি ভ্রান্তিপ্রদায়িনী।
হায়রে পলাবে মোর অতিথি-জীবন,
দেহাবাস-পান্থশালা ছাড়িয়া এখন ;
চরমে প্রবুদ্ধ হ'ল চৈতন্য আমার,
অচৈতন্য হ'য়ে আমি ভজিনু সংসার।
চিন্ময়ী জননী আহা ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী ;
মৃত্যুকালে লও ক্রোড়ে আপদনাশিনি !
বৈরী হ'য়ে রক্তবীজ ক'রেছে সমর,
মাতা পুত্রে যুদ্ধ, হেরে ভূচর খেচর ;
আমিত ভুলিয়াছিনু তোমার মায়ায়,
তুমি কেন নিজ হস্তে বধিলে তনয় ?

মা হ'য়ে নন্দন নাশে কেমন জননী
নির্ম্মম-নির্দ্দয়া তুমি নিশ্চয় পাষাণী;
এস মা সম্মুখে মোর অন্তিম সময়,
শান্ত হ'ক পাপদগ্ধ অসুর-হৃদয়।
চতুর্দ্দিক অন্ধকার হেরিছি নয়নে,
ক্ষম সুত অপরাধ নমিনু চরণে।
ঘুরিছে সমস্ত ধরা, মুদিছে নয়ন,
ক্রোড়ে করি লয়ে যাও শান্তিনিকেতন

অম্বিকা। (অস্ত্র ত্যাগ করিয়া)—

এস ভক্ত রক্তবীজ প্রাণের সন্তান,
কর্ম্ম-ফলে দৈত্যকুলে তব অধিষ্ঠান;
দানব-মানব-দেব নাহি ভেদ জ্ঞান,
আমার নিকটে তোরা সকলি সমান;
যাও বাপ সুরপুরে, আছে তব স্থান,
তোমা হ'তে বৃদ্ধি হ'ক্ ভক্তের সম্মান।

(রক্তবীজের মৃত্যু।)

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শুম্ভের দরবার গৃহ।

সিংহাসনে শুম্ভ আসীন।

শুম্ভ। কহ দূত ! কেমনে মারিল অরি, বীর
রক্তবীজে ? ভূতল দূরের কথা, যার
সম বীর-চূড়ামণি নাহি সুরপুরে।
উলঙ্গ কৃপাণ ভয়ে যার, যত দেব
ছাড়িল ত্রিদশালয় বিষণ্ণ অন্তরে।
যার পদভরে কাঁপিত মেদিনী যথা
ভূকম্পনে ; যার ভুজবলে সুরজয়ী
আমি শুম্ভ। কহ দূত ! কে নাশিল তারে
কামিনী সংগ্রামে ? হ'ক সুর-কন্যা-ধন্যা-
বীর অগ্রগণ্যা ; কার ভুজে এত বল ?
অকালে গ্রাসিল রাহু প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে !!
কহ দূত ! নগণ্যা রমণী, বিনাশিল
ত্রিদিব-বিজয়ী বীর-শ্রেষ্ঠ রক্তবীজে !!!

বিধাতৃ বিহিত মার্গ বুঝিতে অক্ষম,
কুশাগ্র বুদ্ধির যাহা নিয়ত অগম্য।
ফুলশরে বিনাশিল দানব-পুঙ্গবে ?
কুসুম-কুঠারে ছেদিল কি মহীরুহে ?
তৃণময় অসি নাশে আয়স-দনুজে ?
একি ইন্দ্রজাল—মধ্যাহ্নে হইল অস্ত
দিবাকর ? কৌমুদিবসনা-বিভাবরী
আচম্বিতে ঘিরিল জলদজালে ? কহ
অন্তিম সময় কি কহিল বীরবর ?

সুগ্রীব। কি আর কহিব প্রভো ! সমর-বারতা ;
শোণিত-সমুদ্র, রক্তে হইল সৃজন,
প্লাবিল সংগ্রামক্ষেত্র শোণিত-প্রবাহে।
দেবের ভীষণ যুদ্ধ দানবের সনে,
হেরেছি অনেকবার বীর চূড়ামণি !
কিন্তু কভু দেখি নাই এ হেন সমর।
আরম্ভিলা অসিযুদ্ধ রক্তবীজ অতি
সুকৌশলে। সঞ্চালি শাণিত অসি, বীর
যুঝিল অরাতি সহ অপূর্ব্ব কৌশলে ;
রজোরাশি সমাচ্ছন্ন সমর গগনে,
ভাতিল তাহার অসি বিদারি তিমির,
অম্বরে দামিনী যথা কাদম্বিনী-পাশে ;
স্তব্ধ সব হেরি তার সমর-নৈপুণ্য।

কেমনে নাশিল বামা এ হেন যোদ্ধারে
কহিতে অক্ষম দাস। সামান্যা রমণী,
কভু নহে সেই রামা ; লয় মম মনে
ত্রিলোক-আরাধ্যা শরণ্যা জগত-বন্দ্যা
সে কামিনী। প্রসবিছে বিশ্ব চরাচর,
অনন্ত রূপিণী বামা পালিছে বসুধা,
করিছে সংহার সেই সর্ব্ব-সংহারিণী।
ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী বামা ; তার কলেবরে
জীব জড় স্থূল সূক্ষ্ম বিরাজে সমগ্র
বসুন্ধরা। জ্ঞান চক্ষু হ'লে উন্মীলিত,
হেরিবে অমর মর স্থাবর জঙ্গম,
ভূধর বারিধি নদ স্রোতস্বিনী কত
খেলিছে নিয়ত তাঁর প্রতি লোমকূপে।
আদ্য-অন্ত মধ্য-শূন্যা সেই বিশ্বেশ্বরী,
আরোহিয়া জ্ঞানসিংহে করিছে সমর,
পাপের সজীবমূর্ত্তি দৈত্য-নাশ হেতু।
সহস্র মস্তক তাঁর অসংখ্য চরণ,
নভ স্পর্শে শির তার, পদ নগ-মূলে ;
শশী সূর্য্য হুতাশন নয়ন ত্রিতয়ে
করিতেছে নিরীক্ষণ দেবী সনাতনী,
দহিছে পাপের ভার্য্যা কুচিন্তা অশান্তি,
নাশিছে সসৈন্য পাপ উদ্ধারিতে ধরা!

কার সঙ্গে কর রণ মুগ্ধ দৈত্যপতি !
ছাড় যুদ্ধ, পর সাজ, সাধন কারণ,
ভক্তি-ভরে ধর তাঁর চরণ-কমল,
সার্থক অসুর জন্ম হউক তোমার।
অনাহত-পদ্মে রাখি মানস কার্ম্মুক,
সাবধানে ভক্তি-বাণ করহ সংযোগ ;
ছাড় বাণ লক্ষ্য করি বামার চরণ,
সহজে লভিবে জয় ভীষণ-সমরে ;
অজ্ঞান তিমির নাশ হইবে তোমার,
কহিনু এ তত্ত্ব কথা দনুজশেখর !
সে বামা নহে নগণ্যা, জগদর্চ্চনীয়া
অদ্বিতীয়া সীমন্তিনী শুধু যোগ-গম্যা।
মোহনিদ্রা পরিহরি চাও যোগ নেত্রে,
হের দৈত্যনাথ ! অপূর্ব্ব বিভূতি তাঁর ;
তব সম কত বীর গণনা অতীত,
রয়েছে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর লোমকূপে ;
অনন্ত ভুজেতে বামা বেষ্টিছে ব্রহ্মাণ্ড,
সহস্র বদনে বামা উগরিছে সদা
প্রদীপ্ত পাবক-রাশি তাপিতে জগত ;
ভূচর খেচর সুর-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর
নমিছে যাঁহার পদে সদা-মাতৃজ্ঞানে,
তাঁর সঙ্গে তব যুদ্ধ কভু কি সম্ভবে ?

শুম্ভ। কি কথা কহিলি দূত অসুর অধম!
বামার সংগ্রাম হেরি উপজিল ভীতি
তোর। শুম্ভ সন্নিধানে ভয় শব্দমাত্র,
অস্তিত্ব বিহীন, আকাশ-কুসুম যথা;
অয়োময় কলেবর অভেদ্য শুম্ভের,
ডরে কি দৈত্যেশ শুম্ভ পশিতে আহবে?
উত্তর সুমেরু ছিঁড়ি নিমেষ ভিতরে
রেণু রেণু করি পারি ডুবা'তে সমুদ্রে,
কুমেরু আনিতে পারি সুমেরুর স্থলে;
সাগর-সঙ্গম হ'তে জাহ্নবী-প্রবাহ
সহজে ফিরা'তে পারি হিমাদ্রির পানে;
লৌহ-বিনির্ম্মিত ভুজে ধরে কত বল
জান নাকি দূত-শ্রেষ্ঠ! পাসরিলে সব?
শুম্ভের বীরত্ব শৌর্য্য পুরাণের মুখে,
কাহিনীর মত ভবে শুনিবে সকলে
ভবিষ্যতে। এখনি ঘুচাব অপবাদ
দানব ললাট হ'তে; দনুর অপত্য—
ভীরু শুনেছ কোথায়? কিবা ইন্দ্রজালে
মায়াবিনী, কি কুহকে আজি ভুলাইল
তোরে দূত! রণক্ষেত্রে, বুঝিতে অক্ষম।
বিজ্ঞান আলোকপূর্ণ হৃদয়-মন্দিরে
তোর তত্ত্বকথা উন্মত্ত-প্রলাপ সম।

তোর বাক্যে স্থাপি আস্থা সমরে বিরত
হবে দনুজ-সম্রাট ? শত ধিক্ তোরে ;
সিংহ হ’য়ে আচরিবে শিবার মতন ?
শার্দ্দূল হইয়া শুম্ভ কলঙ্কিবে আজি
জীবনের ইতিবৃত্ত মেষ আচরণে ?
কেননা মরিলি তুই জননী-জঠরে.
কেনরে বসুধা বৃথা বহে তোর ভার ?
ভীরুর আবাসভূমি মানব সমাজ,
দানব সমাজে তার অনুচিত বাস ;
সিংহের শাবক ভ্রমে শৃগাল-তনয়ে,
পালিনু এতেক দিন আমি অকারণ।
যারে তুই নীচাশয় ! লওগে আশ্রয়
কামিনীর পদমূলে ; বাঁচাও জীবন।
যে ভীরু দনুজাধম জীবনের ভয়ে,
গৃহিণী-অঞ্চল ধরি রহে অন্তঃপুরে,
জীবন মরণ তার উভয় সমান ;
অযোগ্য সম্পূর্ণ তুই দৈত্য-দৌত্যকার্য্যে।

সুগ্রীব। ক্ষম অপরাধ মম দনুজ-ঈশ্বর !
যোগ-আঁখি মেলি যাহা করেছি দর্শন,
বলিনু স্বরূপ কথা তব সন্নিধানে।
কে রোধে সিন্ধুর গতি দানব-মৃগেন্দ্র ?
ভবিষ্যত-মানচিত্র নিয়তি-চিত্রিত,

খুলিনু সম্মুখে তব, কর ইচ্ছা যাহা।
যার অন্নে মোর দেহ হ'য়েছে সবল,
আসন্ন বিপদ তার হেরিয়া নয়নে, *
কিরূপে নীরব থাকি ? কহ দৈত্য-পতি !

শুম্ভ। তুমি নহ মন্ত্রী, দূত ! মন্ত্রণা প্রদান
নহে তব কার্য্য কভু। কর্ত্তব্য-পালনে
হও অগ্রসর তূর্ণ ; নিশুম্ভ-সকাশে
যাও শীঘ্র, কহ তারে সাজিতে সমর-
সাজে আজিকার রণে ; বাদক বাজা'ক্
রণবাদ্য নানাবিধ, মাতা'তে দানব-
চমূ, নাচুক দনুজদল বীররসে
ভাসি ; শুনিয়া সমরভেরী দৈত্যদল
ত্বরা হউক জাগ্রত, নিদ্রা পরিহরি
লউক্ আয়ুধ করে, চলুক সমরে ;
শ্রীহর শঙ্কর রবে কাঁপাক মেদিনী ;
নিশুম্ভ সমরে যা'ক্ মাতি রণরঙ্গে,
শুম্ভও পশিবে রণে দলিতে রমণী।
দনুজবাহিনী ভারে কাঁপিবে সমগ্র
ধরা ; দেখিবে কামিনী শুম্ভের সংগ্রাম।
মন্থিয়া পয়োধি দেব লভিল পূরবে
লক্ষ্মী ; আজি রণ-সিন্ধু করিয়া মন্থন
লভিবে দৈত্যেন্দ্র খল্‌ অপরূপ রামা।

অসংখ্য দানবদল যে যথায় আছে
জাগুক উঠুক সবে শুম্ভের আদেশে,
মারিতে মরিতে কিম্বা হ'ক অগ্রসর,
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখা'ক্ সংগ্রামে,
দনুজ অজেয় ভবে, না ডরে কৃতান্তে,
রমণী-সমরে তাই দেখা'ক সকলে।

সুগ্রীব। যে আজ্ঞা, চলিনু আমি নিশুম্ভ সম্মুখে
বহিয়া আদেশ তব, দানব-কুঞ্জর!
ক্ষম প্রভো! কহি পুনঃ, আঁখি মেলি কর
নিরীক্ষণ ক্ষণকাল অম্বর জগতে,
মায়ের পঙ্কজ-পদ অতুলিত ভবে।
দানব-দলনী মাতা সম্মুখে তোমার,
অহঙ্কারে অন্ধ হ'য়ে না দেখিলে তাঁরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শুম্ভের অন্তঃপুর।

চন্দ্রভাগা আসীনা।

চন্দ্রভাগা। (স্বগত)

কেনবা স্পন্দিছে আজি দক্ষিণ নয়ন ?
কেন আজি মন মোর এত উচাটন ?
কেনবা অশুভ চিহ্ন করি নিরীক্ষণ ?
কেন আজি শিবাকুল ডাকে ঘন ঘন ?
সিঁথির সিন্দূর মোর আপনি মুছিল,
ধরণীর লীলাখেলা বুঝি সাঙ্গ হ'ল।

(শুম্ভের প্রবেশ।)

শুম্ভ। কেন প্রিয়ে হেরি তব বদন চন্দ্রিমা
রাহু-কবলিত। বিমর্ষ-চণ্ডাল কোথা
হ'তে আসি আবরিল বদন-শশাঙ্ক

আচম্বিতে? কহ দংশিছে কি চিন্তা-কীটে
প্রাণের প্রতিমা? কেনবা কৃপণা আজি
শুম্ভ-সোহাগিনী বিতরিতে বাক্য-সুধা?
ভ্রম ক্রমে করেছি কি কোন অপরাধ,
অথবা অপ্রিয় কার্য্য? কহ বরাননে!
যদি হ'য়ে থাকে দোষ মম, দেও শাস্তি;
প্রস্তুত নমিত শিরে বহিতে নিয়ত
যে দণ্ড বিহিত হয় তোমার বিধানে।
প্রেম-হেম শৃঙ্খলেতে করি শৃঙ্খলিত
অপরাধী মোরে রাখ বক্ষঃ-কারাগারে;
ভুঞ্জুক অপূর্ব্ব-কারা শুম্ভ দৈত্যরাজ।
অথবা অপর কেহ ক'রে থাকে দোষ,
তব সন্নিধানে প্রিয়ে! কহ শীঘ্র করি,
মম রোষ-বহ্নি তারে দহিবে এখনি,
দহে যথা দাবানল গহন-কানন।

চন্দ্র। কেন নাথ বৃথা বাক্যে কর জ্বালাতন,
আজি নিশাযোগে এক হেরিনু স্বপন;
হ'য়েছে হৃদয় তেই বিমর্ষ-আবাস,
দহিছে মানস-বন স্বপন-হুতাশ।

শুম্ভ। কহ প্রিয়ে কি স্বপন হেরিলে নিশায়?
বিন্ধিল মরম স্থল কণ্টক সমান,
করিল ব্যাকুল তব কোমল হৃদয়?

চন্দ্র। হেরিনু অদূরে এক ভীমা-নিতম্বিনী,
গগনে ঠেকেছে শির স্থিরা সৌদামিনী ;
সহস্র পাণিনী বামা ; ভূতলে স্থাপন
ক'রেছে সহস্র পদ ; সহস্র বদন ;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড শোভে তার কলেবরে,
সহস্র নয়নে রামা নিরীক্ষণ করে।
বিশ্ব-জুড়ে দেহ তার ; অনন্তরূপিনী ;
হাসায় কান্দায় জীবে ভবে সীমন্তিনী।
সহস্র করেতে তার আয়ুধ ভীষণ,
শাসিতেছে ধরণীর যত জীবগণ ;
অপার অসুর কুল তাহার শরীরে,
রয়েছে সূঁচির স্থান অধিকার ক'রে।
ডাকিল জীমূত স্বরে "যুদ্ধং দেহি মোরে"
অমনি পশিলে তার বদন-বিবরে।
আর না দেখিনু নাথ! হ'লে অস্তমিত,
সমূলে দানব বংশ হ'ল নির্ম্মূলিত।
কোথায় লুকা'ল বামা না হেরিনু আর,
ভয়েতে তখনি নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার।
শুম্ভ। ভূমিষ্ঠ হ'য়েছি যবে, সেই দিন হ'তে
পাছে পাছে পিতৃ-পতি হাঁটিছে নিয়ত ;
ব্যাদিত র'য়েছে তার করাল-কবল ;
কবে যে পশিব তার উদর-গহ্বরে

নাহিক নিশ্চয়; কালের করাল-রদে
পার্থিব সকল হইবে চর্ব্বিত সত্য।
তবে কেন ভীত এত শুম্ভ-বিনোদিনি!
সংযোগ হইলে খলু বিয়োগ সংসারে;
অমর কে কোথা ভবে, চির স্থির কেন
রবে বিমল সলিল, জীবের জীবন-
নদে। ধরা বিধাতার লীলাভূমি; যথা
সূক্ষ্ম-সূত্রে বাজীকর নাচায় পুতুল,
তেমতি জীবের সূক্ষ্ম-কর্ম্ম-সূত্র ধরি
নাচাইছে বিধি জীবে মেদিনীমণ্ডলে।
আমরা তাঁহার হস্তে ক্রীড়ার কন্দুক;
ঘুরিছে কালের চক্র রাশিচক্র-সম
অবিরাম। কেহ উঠে কেহ পড়ে কাল-
আবর্ত্তনে। অলীক চিন্তার ফল স্বপ্ন।
স্বপন সফল যদি হয় প্রিয়তমে!
নাহি খেদ তাহে, যবে মরণ নিশ্চিত।
মহতী শকতি সঙ্গে করিয়া সমর
শুম্ভ যদি রণক্ষেত্রে হারায় জীবন,
ইতিবৃত্ত গাবে ধ্রুব শুম্ভের বীরতা,
চিরদিন শুম্ভ নাম রহিবে মহীতে।
দেও অনুমতি প্রিয়ে! পশিতে সমরে;
স্বপন ভুলিয়া ভাস পুলক-সলিলে,

প্রসন্ন বদনে দেও বিদায় আমারে ;
শৌর্য্য বীর্য্য লীলাভূমি সমরপ্রাঙ্গণে,
পশিতে বিরত শুম্ভ হবেনা কখনো।

চন্দ্র। সকলি বুঝেছি নাথ! ভাবি দেখ মনে,
নারীর কি দশা হয় পতির বিহনে ?
সমুদ্রে রজনীযোগে নাবিক নিচয়,
ধ্রুবতারা লক্ষ্য করি বহিত্র চালায় ;
জলদে আবৃত তারা হইলে যেমতি,
পোতের গমন বন্ধ, নারীও তেমতি ;
জানি—আমি তুমি সব যাব কালঘরে,
অদ্য কিম্বা কল্য কিম্বা দুই দিন পরে ;
তবু নাথ প্রিয়জন বিয়োগের ভয়,
বিঁধে শেল সমস্বতঃ নারীর হৃদয় ;
প্রতিদিন মৃতদেহ করিছি দর্শন,
তবুও এ দেহ ল'য়ে করি আস্ফালন ;
অসার সংসার-ক্ষেত্রে খুলিয়া আপণ,
খরিদ বিক্রয় করি ভুলিয়া আপন ;
ভবের বাজারে মোরা দোকানী কেবল,
বুঝিয়া বুঝে না জীব, বুঝেবা কে বল ?
হইবে সফল সত্য আমার স্বপন,
বামার সমরে হবে স্বামীর নিধন ;
চাহি না মা'থাতে তব চারু-কলেবর

কলঙ্ক-কালিমা দিয়া, শুন বীরবর !
ইহলোক যবনিকা হইল পতন,
বিদায় করিনু স্বামী জানিয়া মরণ।
যাও যাও দৈত্যপতি ! সম্মুখ সমরে,
উঠাও যশের ধ্বজা ধরণী ভিতরে ;
গাবে তব বীর্য্য-গীতি দূর দূরান্তরে,
কাব্য কিম্বা ইতিহাস ভারতীর বরে ;
আমিও প্রস্তুত আছি দিতে বিসর্জ্জন,
বীরের অঙ্গনা হ'য়ে এ ছার জীবন।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমালয় পর্ব্বত।

ব্রহ্মশক্তি, শিবশক্তি, বৈষ্ণবীশক্তি, ইন্দ্রশক্তি
কৌমারীশক্তি ও অম্বিকা।

(নিশুম্ভের প্রবেশ।)

নিশুম্ভ। (স্বগত)

একি যুদ্ধক্ষেত্র ? না—না সাধনের স্থল,
মহাশক্তি সমবেত দানব-নিধন-
হেতু যেই ক্ষেত্রে আজি, কেমনে সমর-
ভূমি বলিব তাহারে ; দৈত্যের সৌভাগ্য।
মোহের ছলনে ভুলি হায় এতকাল,
ভাবিনু বামার সঙ্গে চলিছে সংগ্রাম ;
শক্তির সমিতি হেরি গেল মোর ভ্রান্তি ;
জাগরিল কুণ্ডলিনী, হইল চৈতন্য।
(প্রকাশ্যে) নিশুম্ভ দানব আজি বিহিত বিধানে,
প্রণমে মায়ের পদে, আশীষ তাহারে ;

দাঁড়াও সম্মুখে মোর, ভুবন-পালিকে !
সকলে একত্র হ'য়ে ; হউক সফল
মম দানব জীবন ; সার্থক নয়ন
মোর হ'ল এতকালে ; সাধন-সমরে
সাজরে নিশুম্ভ আজি মনের আহ্লাদে ;
যোগীগণ জপে যাঁরে মানস-মন্দিরে
নির্জ্জন-নিভৃত-দেশে বসি অবিরাম,
সম্মুখে সদেহে তিনি বর্ত্তমানা রণে,
ধন্যরে নিশুম্ভ ! আজি পূর্ব্ব পুণ্যফলে
দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিলি সমরে !!
দ্বাদশ-দল-কমলে রাখি মনোরথ,
রসনা কার্ম্মুকে দৃঢ় বাঁধি প্রেমগুণ,
ভক্তিশর তাহে যত্নে করিয়া সংযোগ,
ছাড়রে নিশুম্ভ লক্ষ্যি মায়ের চরণ,
শোভিবে মায়ের পদে রক্তজবা-সম !
সমর জিনিবে, জননী হারিবে সত্য,
বিফল হবে না শ্রম ; সাধন সংগ্রামে
মাতৃ পরাজয় ধ্রুব নিশুম্ভের করে।

(স্তব করিতে প্রবৃত্ত)

হেম আভচতুর্দ্দল কমলে নিবাস,
পূরাও জননী আজি নিশুম্ভের আশ ;

সৌদামিনী জিনি প্রভা পদ্ম ষড়দলে,
হাসিছ খেলিছ মাতঃ! অতি কুতূহলে;
মণিপুর দশদল সুনীল কমলে,
সুষুম্নায় সূক্ষ্ম পথে মা আমার চলে;
নীলঘন মাঝে যথা দামিনী প্রকাশে,
তথা রক্তপদ মা'র নীলপদ্মে হাসে;
প্রবালের নিভাসম দ্বাদশ কমলে,
রাখি তোমা পূজে ভক্ত রক্তজবাদলে;
ধূম্রাভ ষোড়শদলে বিহর জননি!
সোমাভ দ্বিদলে তিষ্ঠ দানবদলনি!
সহস্রারে উঠ মাগো কুলকুণ্ডলিনি!
সম্ভোগ পরম শিব অভয়দায়িনি!
নাহি জানি তন্ত্র-মন্ত্র নাহি দীক্ষা-শিক্ষা,
দানব সন্তান আজি চাহে কৃপা ভিক্ষা।
অর্থ আশীবিষ দষ্ট না ভজি তোমায়,
বিষয় বিষয় করি জীবন কাটায়;
পুণ্য, তীর্থ, মুক্তি, ভক্তি জানেনা দানব,
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে পশেছে আহব;
প্রসীদ পরমে দেবি! বিশ্ব-বিমর্দ্দিনি!
সর্ব্বময়ি শিবে মাতঃ কৈবল্যদায়িনি!
ব্রহ্মময়ী বিশ্ববীজ সর্ব্বার্থসাধিকে!
ভুবন পালিনি দেবি বালেন্দুভালিকে!

কৃপা করি নিশুম্ভেরে দেখাও জননি!
দশমহাশক্তি মূর্ত্তি প্রতিভাশালিনী।

অম্বিকা। দানব-গৌরব রবি তুমিই নিশ্চয়,
ভক্তিযোগে সুরপুরে তোমার আলয়;
তব স্তবে তুষ্ট আমি, চাহ কিবা বর,
ভক্তেরে অদেয় কিছু নাহি ধরা'পর;
বেদান্ত দর্শন বেদ, না পায় দর্শন,
সেইরূপ এবে তুমি কর নিরীক্ষণ;
আয়রে নিশুম্ভ আজি তোরে করি কোলে,
তোমার মতন ভক্ত নাহি ভূমণ্ডলে।
খুলুক জ্ঞানের চক্ষু, হের দশরূপ,
তৃপ্ত হও তৃপ্ত হও দেখি অপরূপ।

(কালীর আবির্ভাব)

কালাভ্র শ্যামল অঙ্গী ত্রিনেত্রধারিণী,
চতুর্ভুজা শবারূঢ়া নৃমুণ্ডমালিনী;
কর্ণে শব শিশু দোলে, নর-শির করে,
বরাভয় তীক্ষ্ণ অসি স্বীয় হস্তে ধরে;
নর-কর কাঞ্চী শোভে কটিতে বামার,
দিগম্বরী মুক্তকেশী ধরে ধরা ভার;
হেররে নিশুম্ভ আজি আদ্যার চরণ,
প্রণম কালিকা দেবী সাষ্টাঙ্গে এখন।

নিশুম্ভ। প্রণমামি মহাদেবি! বিশাল লোচনে,
নিশুম্ভের স্থান দেও ও রাঙ্গাচরণে;
কাল-হরা পাপ-তরা বিঘ্ন-বিনাশিনি!
হৃদ-পদ্মে ব'স মাগো শান্তি বিধায়িনি!
পাপ পূর্ণ জীর্ণ তরী ভাসিছে সাগরে,
কাণ্ডারী হইয়া মাতঃ ল'য়ে যাও পারে;
ভবসিন্ধু জল বিন্দু হবে তব বরে,
মায়ের কিঙ্কর দৈত্য কালেরে কি ডরে?
করাল-বদনা কালী কামিনী-কমলা,
হেলিছে দুলিছে গলে দৈত্যমুণ্ডমালা;
নমস্তে কালিকে দেবি চণ্ডবিনাশিনি!
নিশুম্ভেরে কর দয়া মুণ্ডবিমর্দ্দিনি!
নহেত বালিকা, বৃদ্ধা, নহেত তরুণী,
নহেত পুরুষ ষণ্ড নহেত রমণী;
কি ভাবে কাহারে তুমি দেও দরশন,
দেবের অসাধ্য বুঝা, বুঝে কোন্ জন?

(তারার আবির্ভাব)

অম্বিকা। শব-হৃদে প্রত্যালীঢ় পদে স্মেরাননা,
হাসিছে অট্টাট্ট হাসি, হের ত্রিলোচনা;
জটাজূট সমাযুক্তা নাগিনী বেষ্টিতা,
খর্পর কৃপাণ ধৃত ভুজ সমন্বিতা,

শোভিছে কমল কর্ত্রী অন্য দুই করে,
ব্যাঘ্র ত্বক্ পরিধানা, কত শক্তি ধরে;
নম তারা বিঘ্নহরা ভুবন-বন্দিনী,
সদা ভবে সর্ব্বজীবে পুলকদায়িনী।

নিশুম্ভ। নমে দৈত্য হ'য়ে ভক্ত তারার চরণ,
নিশুম্ভ-শমন-ভীতি কর নিবারণ;
নাহি জানে স্তব-স্তুতি দানব-তনয়,
দেও শক্তি—দেও মুক্তি অন্তিম সময়;
ধরা-ধর ধরে ধরা যাঁহার কৃপায়,
নমিছে নিশুম্ভ আজি সাষ্টাঙ্গে তাঁহায়।

(ষোড়শীর আবির্ভাব)

অম্বিকা। তরুণ অরুণ জিনি বরণধারিণী,
পাশ, শর, চাপ আর অঙ্কুশ ভীষণ,
চারি করে বামা ধরে ভুবন মোহিনী,
বিশাল ত্রিনেত্রে সব করে নিরীক্ষণ।
ষোড়শী উরসি স্থাপি, ভক্তি গঙ্গাজলে,
ধৌত করি মন ফুল পূরিয়া অঞ্জলি,
দেওরে নিশুম্ভ তার চরণ কমলে,
ত্রিপুরা সুন্দরী পূজ ওহে মহাবলি!

নিশুম্ভ। কদম্ব বনবাসিনি! বাণেন্দু-বরণা,
ধরণীর পাপ তাপ করিতে হরণ

অবতীর্ণা মহাদেবী বিশাল-লোচনা,
কুটিল-দ্বেষিনী মাতা আনন্দ কারণ।
প্রণমে নিশুম্ভ আজি হেরিয়া জননী,
সার্থক হইল মোর দনুজ-জীবন,
দৈত্যের সম্মুখে দেবী পতিত-পাবনী,
দৈত্যকে দেবত্বে নিতে অঙ্কুশ ধারণ।

(ভুবনেশ্বরীর আবির্ভাব)

অম্বিকা। উদিত দিনেশ-দ্যুতি ইন্দু-কিরীটিনী,
আয়ত লোচনত্রয়, ভুবন ঈশ্বরী,
বরাভয় পাশ আর অঙ্কুশ ধারিণী,
প্রণম নিশুম্ভ তাঁরে শ্রদ্ধা ভক্তি করি।

নিশুম্ভ। সাক্ষাচ্ছন্দ ব্রহ্মরূপা সত্য সনাতনী,
নগেন্দ্র তনুজা তবু কমল কোমলা,
পূজিছে নিশুম্ভ আজি জগত জননী,
মানস-কুসুম-দলে মহেশ-মহিলা।
হের সব, চক্ষু মেলি, দানব তনয়
মন বিল্বদলে পূজে মায়ের চরণ,
প্রীতির চন্দনে পূজে ভুলিয়া বিষয়,
মায়ে দেয় দৈত্যপুত্র আত্ম বিসর্জ্জন।

(ভৈরবীর আবির্ভাব)

অম্বিকা। উদিত সহস্র ভানু সুবর্ণ কিরণ,
হেররে নিশুম্ভ আজি দেবীর চরণ :

রক্তালিপ্ত পয়োধর জপবটি ধরে,
বিদ্যা বরাভয় দেখ অন্য তিন করে ;
ত্রিনেত্রা ভৈরবী দেবী জ্ঞানপ্রদায়িনী,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে বাছা অমৃত-ভাষিনী।

নিশুম্ভ। প্রণমি ভৈরবী পদে জুড়ি দুই কর,
শরদিন্দু-নিভাননা পুলক-আকর ;
বর্ব্বর অধম মোরে দেওমা নিস্তার,
পারি যেন পার হ'তে ভব পারাবার।

(ছিন্নমস্তার আবির্ভাব)

অম্বিকা। বিগত-বসনা দেবী করিতেছে পান
করন্ধ-শোণিতধারা, খড়েগ কাটি শির,
নাগাবদ্ধ শিরোমণি, রক্তিম বয়ান ;
রক্তজবা সম নিভা হের দৈত্যবীর !
কৃপাণ খর্পর হস্তে করিয়া ধারণ,
সমস্ত ভুবন যেন করিতে বিনাশ,
বিমুক্ত-চিকুরা দেবী করে আয়োজন ;
মদন চরণে দলি হ'তেছে প্রকাশ।
নম ছিন্নমস্তা দেবী দানব-কুঞ্জর !
ত্রিনেত্রা বালার্ক-নিভা শক্তি-প্রদায়িনী,
সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশের পরম-আকর,
সংসারের সার মাতা ত্রৈলোক্য-তারিণী।

নিশুম্ভ। নমামি কলুষ-হরা সর্ব্বার্থদায়িনি!
অদ্ভুত অপূর্ব্বরূপা জগতব্যাপিনী;
স্মরামি মনসা মাতঃ অশুভনাশিনী,
অপারে দুস্তরে ঘোরে তুমি উদ্ধারিণী;
কেনমা ভৈরব ভাব, কন্দর্প-দলনী,
মস্তক কাটিয়া রক্ত পিয়িছ আপনি;
কি শিক্ষা শিখা'তে ভক্তে ধরিলা এ রূপ,
অজ্ঞান-তিমির ভ্রান্তে বলহে স্বরূপ।

(ধূমাবতীর আবির্ভাব।)

অম্বিকা। বিমুক্ত-কুন্তল-রুক্ষা মলিন বসনা,
বিবর্ণা বিধবা দেবী অতি কুলক্ষণা;
শূর্প হস্তা, কাক-রথে করি আরোহণ,
অবতীর্ণা দীর্ঘ অঙ্গী ভক্তের কারণ;
নম ধূমাবতী দেবী ভক্তিসহকারে,
হের কি ভীষণ মূর্ত্তি নয়ন-মুকুরে।

নিশুম্ভ। নমি ধূমাবতী দেবি! মৃত্যু-ভয়-হরা,
চঞ্চলা কুটিলা মাতঃ মলিন-অম্বরা;
কট কট নিনাদিনী কলহ কারিণী,
স্থবিরা গলিত কুচা, ভীতি প্রসারিণী।

(বগলার আবির্ভাব)

অম্বিকা। পীতাম্বরা ত্রিলোচনা দ্বিভুজধারিণী,
বৈরী-জিহ্বা করে ধরি শাসিছে তারিণী;

প্রণম বগলামুখী দনুর নন্দন !
কর জপ পড় স্তব মনের মতন।

নিশুম্ভ। কনক-চম্পক-দ্যুতি কুণ্ডল-ধারিণী ;
নিশুম্ভ প্রণমে মাতঃ বিপক্ষ-স্তম্ভিনী ;
তোমার কৃপায় ভবে দুর্জ্জন সুজন,
তব বরে শশি ধরে সামান্য বামন ;
খঞ্জ হ'য়ে গিরি লঙ্ঘে তব শক্তিবলে,
অসাধ্য-সাধন সব হয় মহীতলে ;
নিশুম্ভে কর মা পার এ ভব সাগরে,
শক্তি হীনে শক্তি দেও, পতিত দুস্তরে ;
জীবনান্ত কালে যেন পাই দরশন,
এই ভিক্ষা মাগে আজি কশ্যপ-নন্দন।

(মাতঙ্গীর আবির্ভাব)

অম্বিকা। চতুর্ভুজা শ্যাম অঙ্গী শশাঙ্কশেখরা,
খেটক অঙ্কুশ পাশ করে অসিধরা ;
মাতঙ্গী-চরণ-অব্জে কর নমস্কার,
নব শশিমৌলী দেবী সৌন্দর্য্য আধার।

নিশুম্ভ। ব্রহ্মাদি যোগেতে যারে না পায় দর্শন,
সহজে হেরিল তারে দানব-নয়ন ;
প্রণমি মাতঙ্গি দেবি ভুবন পালিকে !
অসুরত্ব নাশ হেতু মাতঙ্গ-বালিকে !
গর্ব্ব খর্ব্ব কর মাগো অচিন্ত্যরূপিণি !

নিশুম্ভে চরণে স্থান দেও গো জননি !
অন্তকালে নেও কোলে মহেশ-মহিলে !
মা'র কোলে দৈত্য-ছেলে দেখুক সকলে।

(কমলাম্বিকার আবির্ভাব)

অম্বিকা। কাঞ্চন-সন্নিভা দেবী কমলবাসিনী,
চতুর্ভুজা শ্বেতাম্বরা বরাব্জধারিণী,
অভয় অপর করে বিতরিছে জীবে,
নাশিছে জগতে দেবী নিয়ত অশিবে।

নিশুম্ভ। নমামি কমলা দেবি পাপ বিনাশিনি !
পরব্রহ্ম স্বরূপিণী মুক্তি প্রদায়িনী ;
সিদ্ধি-বুদ্ধিপ্রদে দেবি আদ্যন্ত রহিতে।
পাপ তাপ হর মাতঃ পদ্মাসন-স্থিতে !
পরাশক্তি মহেশ্বরি ভুবন পালিনি,
পরমেশি জগন্মাতঃ অসুরঘাতিনী !
তরাও নিশুম্ভে আজি রাসে-রাসেশ্বরী,
জপ তপ হীনে ত্রাহি সঙ্কট সংহারি !
তুমি বিনা মরুভূমি নিশ্চয় ধরণী,
মৃত সব জীব-জন্তু কেশব-রমণী ;
কৈলাশে পার্ব্বতী তুমি পয়োধি নন্দিনী,
তুমি গঙ্গা অন্নপূর্ণা অন্নদারূপিণী।
কি ভাগ্য দৈত্যের আজি দেখ বসুন্ধরা,
দশরূপ হেরি মন হ'ল মাতোয়ারা।

জ্ঞান কর্ম্মে কিবা হয় না আসিলে ভক্তি,
ভক্তি-ব্যোম গঙ্গাজলে ভাসে মার শক্তি ;
শক্তি পেলে মুক্তি আসে খলু করতলে,
সহজে বিমুক্ত জীব সাধনের বলে !

(দশশক্তির তিরোভাব)

অম্বিকা। আনন্দ নগর হ'তে হ'য়ে নির্ব্বাসিত,
ভুঞ্জিতে পাপের শাস্তি বহে জীবস্রোত
এ সংসার মরুভূমে ; বিস্মরি আদেশ
মম, ভুঞ্জে ভবে জীব যাতনা অশেষ।
বিষ্ঠা মূত্র কূপ মধ্যে দুর্গম জঠরে,
ঊর্দ্ধপদে অধোশিরে স্মরে জীব মোরে,
পূর্ব্বপথে না করিবে কভু বিচরণ,
এইত প্রতিজ্ঞা জীব করে উচ্চারণ ;
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অবিদ্যা তনয়া
ক্রোড়ে তুলি লয় শিশু যত্নে মহামায়া ;
চুম্বি তার অরবিন্দ সমান আনন,
ডুবায় বিস্মৃতি-জলে পূর্ব্ব বিবরণ ;
সদ্যজাত শিশু যেন করিয়া রোদন,
অব্যক্ত অক্ষরে কহে "অলীক স্বপন-
সম প্রতিজ্ঞা আমার, কে করে পালন
কঠোর আদেশ তব ? কিসের ভজন ?

ভব সুখ বিনিময়ে যোগ আরাধনা,
জপ তপ পূজা হোম কিছুই হবেনা।”
ভুলি মূল তত্ত্ব আর পূর্ব্বের জীবন,
করে নিত্য মোর আজ্ঞা চরণে দলন ;
তার প্রতিফল পুনঃ লভিতে জীবনে,
নানাকারে ঘোরে জীব সংসার-কাননে ;
না ভুলি আমার বাক্যে ভবে যেই জন,
রক্ষা করে তত্ত্বজ্ঞান করিয়া যতন ;
যে হেরে সর্ব্বত্র মোরে, আমাতে সকল,
তাহারি হইবে খলু জীবন সফল।
কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগ মুক্তির নিদান,
ভক্তিই সকল শ্রেষ্ঠ দানব-প্রধান !
ভক্তি-মন্দাকিনী-জলে ভাসিতে যে পারে,
কর্ম্ম জ্ঞান ত্রুটি হেতু কি করিবে তারে !
বপিতে ভক্তির বীজ অন্তর ভূমিতে,
জ্ঞানকর্ম্ম-হলে চাষ কর বিধিমতে ;
জ্ঞানের জনক কর্ম্ম কহিনু নিশ্চয়,
যোগীগণ কর্ম্মফল আমাতে অর্পয়।
কর্ম্মফল আশা করি করম যে করে,
পাশবদ্ধ হ’য়ে সেই অবিরত ঘোরে।
তিমির আচ্ছন্ন জীব জ্ঞানের আলোকে,
গন্তব্য শরণি ধরে বিমল পুলকে ;

ব্রহ্মকুণ্ডে যাইবার পথের কারণ;
জ্ঞানযোগে যোগী হয় ভবে জীবগণ;
ব্রহ্মের মন্দির দ্বারে জ্ঞানের প্রদীপ,
নিভে জল্প তর্ক বাতে, শুন দৈত্যাধিপ!
অতি কষ্টে জ্ঞানযোগে মুগ্ধ জীবগণ,
ব্রহ্ম দ্বার-দেশে আসি হারায় নয়ন;
জ্ঞান-বাতি নিভে গেলে সাধক তখন,
ভ্রমে দ্বারে, দিশাহারা পথিক যেমন;
জ্ঞানের অসাধ্য খোলা মন্দিরের দ্বার,
ভক্তিই খুলিয়া দেয় ব্রহ্মের দুয়ার।

নিশুম্ভ। বুঝিলাম অন্তকালে সাধন উপায়,
পূরব জীবন স্মরি করি হায় হায়;
আর কেন? কর মাতঃ তনয় সংহার,
দানবত্ব নাশি কর, যশের বিস্তার।

সঙ্গীত।

ভৈরবী—যৎ।

মাতৃ নাম মহামন্ত্রে হওরে দীক্ষিত।
গুরুরূপে জগদ্ধাত্রী দেখ উপস্থিত॥
দীক্ষা শিক্ষা নাই তোর, (মনরে) বিষয় বিষে ছিলি ভোর,
জীবন কাটালি তোর, মোরে হ'য়ে বিস্মৃত॥
ভক্তি জলে করি স্নান, কর এবে মা'র নাম,
অন্তে পাবি পরিত্রাণ, হওরে মন শিক্ষিত।

এ দীক্ষায় নাহি লগ্ন, মা'র পদে হও মগ্ন,
সফল হউক জন্ম, মন! কহিনু বিহিত।
ব্রহ্মসিন্ধু-স্নানে চল, মা'র নাম করি সম্বল,
মা'র তেজে পেয়ে বল, হওরে এবে ধাবিত ॥

অম্বিকা। (দেবশক্তিগণের প্রতি।)
শুন সব দেবশক্তি আমার বচন,
কভুনা হরিব আমি নিশুম্ভ জীবন;
ভক্তের দেহেতে অসি মারি কোন্ প্রাণে;
রণ-ভাগ্যে যাহা থাকে হউক এখনে।

বৈষ্ণবীশক্তি। কত ছল জানে মাতঃ যাদুকরগণ,
ব্রহ্মাশক্তি। ইন্দ্রজালে দৈত্য শ্রেষ্ঠ প্রবাদ বচন;
কুমারশক্তি। কোথা হ'তে আসি দৈত্য ঘটাল প্রমাদ,
ইন্দ্রশক্তি। কর যুদ্ধ, তৃপ্ত হ'ক দৈত্য-রণসাধ।
বিষ্ণুশক্তি। আমার মায়ায় ভুলি দনুর নন্দন,
হারাইবে তত্ত্বজ্ঞান—তোমার বচন।
শিবশক্তি। জ্বলিবে সমর-অগ্নি এখানে এখন,
দহিবে অসুরকুল তৃণের মতন।

নিশুম্ভ। (স্বগত)
দলিতে দানব-বৈরী পশিনু সমরে,
দনুজবাহিনী সহ রণ আড়ম্বরে;
কিন্তু কোথায় দনুজ শত্রু? নাহি হেরি
হিমাদ্রির মূলে এবে দানবের অরি।

আদেশিল দৈত্যভূপ যুঝিতে সমরে,
অপূর্ব্বা রমণী সহ, সমস্যা অন্তরে
উদিল, এই কি সেই কামিনী রতন ;
মাতৃজ্ঞানে পূজিলাম যাহার চরণ ?
ভ্রান্ত আমি, এই রমা খলু দৈত্য অরি,
কত মায়া ইন্দ্রজাল জানে সুরনারী :
ভাঙ্গিল মোহের নিদ্রা, বুঝিনু এখন,
দৈত্য শক্র দেবী মূর্ত্তি ক'রেছে ধারণ।
যুঝিতে আমার সঙ্গে হ'য়ে ভয়াকুলা,
ধরিল দেবীর মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যে অতুলা ;
ছিন্ন করি মায়াজাল নাশিব সমরে,
বামারূপে দৈত্য অরি বুঝেছি অন্তরে।

(তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়া প্রকাশ্যে)

চিনেছি চিনেছি তুমি দানব অরাতি,
এখনি বধিয়া অরি ঘুচাব দুর্গতি ;
ধর অসি করে এবে নিশুম্ভ বধিতে,
বামার ভুজের বল দেখাও মহীতে ;
রক্ষণীয়া নারী জাতি অবধ্যা সংসারে,
ক্ষান্ত হও সন্তরণে সমর-সাগরে।
নতুবা এখনি অস্ত্রে কাটি তোর শির,
গৃধিনী শিবার ভোগ দিবে মহাবীর।

ভেবেছ নিশুম্ভ বুঝি রক্তবীজ সম,
সহজে জিনিবে এই সমর বিষম ;
হিমাদ্রি উপাড়ি পারি ফেলিতে সাগরে;
সমুদ্র স্থাপিতে পারি হিমাদ্রির শিরে ;
বসুধা নাশিতে পারি নিজ বাহুবলে,
জয়শ্রী বসিয়া আছে দৈত্য করতলে।
যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠদেশ দনুর নন্দন
দেখাবে অরাতি-ভয়ে কর কি চিন্তন ?
দানবের ভয়ে যত দেবতা নিকর,
সিংহ ভয়ে মৃগী যথা সভয় অন্তর ;
কোমল শরীর তব, কেনবা সমরে,
এসেছ জীবন দিতে দানবের করে ?

অম্বিকা। দেখা দেখি কত বল ধরিস্ পামর !
দৈত্যরক্তে হ'ল ধরা অকূল সাগর ;
তবু গর্ব্ব, দর্প, স্পর্দ্ধা করিস্ দানব ?
বাক্য বীর তোরা, কেন পশিলি আহব ?

(উভয়ের অসিযুদ্ধ)

যাওরে নিশুম্ভ এবে, শমন সদনে,
প্রবাহিত শান্তি-নদী হউক এখনে ;

(নিশুম্ভের পতন)

(পটক্ষেপ।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হিমাদ্রিমূলে।

ব্রহ্মশক্তি, বিষ্ণুশক্তি, শিবশক্তি, ইন্দ্রশক্তি
কুমারশক্তি ও অম্বিকা।

শুম্ভ। (স্বগত) কার সঙ্গে করি রণ? করিছে সমর
রমা, নহে একাকিনী; বামা সেনাদল
মাঝে শোভে রামা, তারাদল মাঝে যথা
বিমল চন্দ্রিমা, নীল গগন-অম্বরে।
(প্রকাশ্যে) কোথা তব পণ এবে, কোথায় প্রতিজ্ঞা?
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা তব স্মর মনোরমে!
বিস্মৃতি অতল গর্ভে বিসর্জ্জি সহজে
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এবে করিছ সমর।
ভাঙ্গিল কি তব পণ—সংগ্রাম-আতঙ্কে?
অথবা নারীর পণ—উন্মত্ত প্রলাপ—
বাক্যের লহরী মাত্র। সহজে প্রতিজ্ঞা
ভাঙ্গি, হাসালে অবনী। শোভে কি এহেন

কার্য্য তোমায় রমণি! সমরে জিনিবে
যেই নিজ ভুজবলে, হবে তার পত্নী,
এইত প্রতিজ্ঞা তব শুনেছি শ্রবণে;
সহজে ভাঙ্গিলা পণ দানবের ভয়ে?
ধিক্ ধিক্, অন্য বল করিয়া আশ্রয়,
যুঝিছ অসুরসহ ভীষণ আহবে,
তাহে হ'তেছ গর্ব্বিতা। লজ্জা, লজ্জা পেয়ে
ত্যজিল মানিনী, ধিক্, বৃথা গর্ব্ব তব;
শুম্ভ-ভুজ-বলে স্বর্গ মর্ত্ত্য-রসাতল
কাঁপিছে নিয়ত রামে! কদলী পত্রের
সম সামান্য মারুতে, কিম্বা প্রভঞ্জনে
যথা ভীষণ তমাল, তাল-শাল মহীরুহ।
কুসুম-কলিকা ল'য়ে প্রকৃতি সুন্দরী
গড়েছে নির্জ্জনে বসি নারীর হৃদয়,
দিয়াছে ঢালিয়া তাকে পীযূষ নবনী,
রমণী অন্তর তেঁই সহজে কোমল;
সুর-পুরে সুর-মাঝে নাহি হেন বীর
যে না ডরে ভীমবপু দানব-ঋষভে,
যে না কাঁপে হেরি শুম্ভে সম্মুখ-সংগ্রামে;
তুমিত রমণী-মাত্র, নাহি দোষ তব।
যদি তব এত ভয় শুম্ভের সমরে,
কেনবা করিলা পণ? পশিলা আহবে?

ছাড়ি গর্ব্ব অভিমান শুনলো সুন্দরি!
ভজ ভর্ত্তারূপে শুম্ভে, পাইবে নিস্তার।
হরিণী কোথায় যুঝে শার্দ্দূলের সনে,
অথবা বাঘিনী কভূ পারে কি যুঝিতে
মৃগেন্দ্রের সহ রণে, কহ সীমন্তিনি!
কেন বৃথা রক্তপাতে ভাসাও বসুধা?

অম্বিকা। রে মূর্খ! জগতী-তলে অদ্বিতীয়া আমি;
আমার দ্বিতীয় কেহ নাহি ভূমণ্ডলে।
আমার বিভূতি হের সর্ব্বত্র বিস্তৃত;
জড়-জীব-স্থূল-সূক্ষ্মে প্রকটিত আমি
আত্মারূপে। আবার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হের
দৈত্যরাজ! মম এই বিরাট শরীরে।
সহস্র মস্তক মোর স্পর্শিছে গগন,
আকাশ কিরীট মম, চরণ সহস্র
র'য়েছে ভূতলে, পৃথিবী আসন মোর;
অনন্ত ভুজেতে আমি র'য়েছি আবরি
সৌরজগতের সহ প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড:
করি নিরীক্ষণ সদা অনন্ত-নয়নে
স্বরগ-পাতাল-মর্ত্ত্য এ তিন ভুবন।
সূঁচির পতন কিম্বা ভূধর স্খলন
ভবে কিছু নহে মোর দৃষ্টির বাহিরে;
বিজন অরণ্য মধ্যে নিশীথ সময়,

সাধিলে করম জীব অতীব গোপনে,
পারে না এড়া'তে কভু আমার লোচন।
প্রমত্ত মাতঙ্গ কিম্বা নগণ্য কীটাণু
করে যাতায়াত সদা মম দৃষ্টি মধ্যে।
ভেবেছ দানবপতি! বামার সমর,
অতি ক্ষুদ্র-সামান্য-সহজে লভিবার;
ক্রমে ক্রমে দৈত্যকুল হ'তেছে নির্ম্মূল
কামিনী-সংগ্রামে, তবু তুমি অচৈতন্য?
সুরাপ যেমতি হারায় নিজের জ্ঞান,
বিসর্জ্জে মদিরা-নীরে আপন অস্তিত্ব,
পশুত্ব কিনিয়া লয় আত্ম-বিনিময়ে,
প্রকৃতি-স্বরূপ-তত্ত্ব হেরেনা নয়নে,
তেমতি দনুজনাথ! সেবি মোহ-মদ
হারা'য়েছ তত্ত্বজ্ঞান; অজ্ঞান অধীর
মদ-কল-করী-সম, ভাবিছ অন্তরে
সামান্যা রমণী সহ চলিছে সমর
তব; নিদ্রিত র'য়েছ ভ্রান্তির মন্দিরে।
আকৃতি অথবা জাতি কভু নহে ভবে
শক্তির প্রমাণ শুম্ভ! শুন স্থির চিত্তে;
একবিন্দু হলাহল নাশিতে সক্ষম
কত কত মহাপ্রাণী অবনী-ভিতরে;
পাবক-স্ফুলিঙ্গ দহে বৃহতী নগরী

মুহূর্ত্ত সময়ে ; তুচ্ছ অস্ত্রে কাটে কত
বীর-শির সদা, তার কে করে গণনা ;
সামান্য কারণ হ'তে শুন দৈত্যপতি !
মহতী ঘটনা কত ঘটিছে ধরায়
কে পারে গণিতে তাহা ভাবরে অন্তরে।
কেনবা ঘৃণিছ মোরে হেরিয়া অবলা ?
আমি তব মাতৃ-জাতি-পাদপের ফল,
আমারে করিছ তুচ্ছ বামাজাতি বোধে ?
কোথা হ'তে আসি তুমি হেরিলা ধরণী ?
দনুগর্ভে লভি জন্ম অসুরের কুলে
দেখিলা পুলকে গ্রহ, সুচারু মেদিনী,
বিমল চন্দ্রিমা, রবি হেরিলা নয়নে,
নক্ষত্র-বসনাবৃতা আকাশ-সুন্দরী
হেরিলা আনন্দে শুম্ভ ! দনুর কৃপায় ;
দনু—নারী ; মাতৃজাতি নিন্দ কোন জ্ঞানে ?
দানব দেবতা নহে, দানব বর্ব্বর
অসভ্য অধম নীচ ক্ষুদ্র দুরাশয় ;
দৈত্যকুলোচিত বাক্য দনুজ-জিহ্বায়
সাজেরে নিশুম্ভাগ্রজ ! নহে আর কারো।
যত শক্তি সমবেত হও লীন সবে
আমার দেহেতে এবে ; (শক্তিগণের অন্তর্ধান)
খুলুক শুম্ভের

চোক ; দ্যাখ্‌রে দানব ! নয়ন মেলিয়া,
ভাসিছে জগত মোর সত্তার সাগরে,
আমি ভিন্ন নাহি কেহ দ্বিতীয় ধরায়,
অণু-পরমাণু-মাঝে করিছি বিরাজ
আমি অবিরত ভবে ; এ বিশ্ব মন্দির
মম ; অনল অনিলে আমি বর্ত্তমানা
সদা ; অনন্ত গগনে আমি বিদ্যমান ;
জলে স্থলে সমভাবে সদা মোর স্থিতি ;
একাই বহুধা হ'য়ে পালিছি সংসার।
একটি অক্ষর মম সুদৃঢ় পণের
হয় নাই বিচলিত ; ভীষণ প্রতিজ্ঞা
মোর অচল, অচল সম ; মম পণ,
হবে উদ্‌যাপন আজি শুম্ভের শোণিতে
এ ঘোর আহবে ; কার সাধ্য রক্ষে আজি
দনুজশেখর-শুম্ভে সমর-প্রাঙ্গণে।
লও শর, লও অসি, যাহা অভিরুচি,
কর যুদ্ধ সাধ্যমত দেখুক ধরণী ;
এখনি পাঠাই তোরে কালের সদনে,
মেদিনীর পাপভার করি তূর্ণ লঘু।

(উভয়ের শরযুদ্ধ।)

শুম্ভ। দৃঢ় লৌহ-বিনির্ম্মিত কবচে আবৃত
মম দৃঢ় কলেবর, মার দেখি শর,
দেখিব সমরে কত বামার শকতি ;

(অম্বিকার বাণক্ষেপ)

অহো নিষ্ফল হইল প্রথম উদ্যম
তব ; নিক্ষেপি অচিরে আশীবিষ-
-বিষ সম তীক্ষ্ণ শরজাল মম, রক্ষ
রক্ষ আপন জীবন, আজি ঘোররণে।

(শুম্ভের বাণক্ষেপ)

অম্বিকা। এইত শকতি তোর। দানব-পতির
শর, অর্ভক প্রেরিত বলি অনুমিত
হ'ল মোর কোমল শরীরে, ধিক্ হেন
বীরে, বীরের কলঙ্ক তুই দুরাশয় !
কোথায় শিখিলি হেন অস্ত্রের চালনা ?
দেখাও নৈপুণ্য তব কৃপাণে এখন,
ধর অসি স্বীয় ভুজে, মার যথা শক্তি।
দেখিব দানব বীরত্ব আজি কৃপাণ-
সমরে ; অসিযুদ্ধে শৌর্য্য-বীর্য্য দেখাও
অচিরে ; হউক হিমাদ্রি সাক্ষী নিভৃত-
বিজনপ্রদেশে আজি, শুন দৈত্যনাথ।

(উভয়ের অসিযুদ্ধ)

দানব-পতির বল মুখেই কেবল,
শরক্ষেপে অসিযুদ্ধে সকলি সমান;
দেখ্‌রে পামর! অসিযুদ্ধ কারে বলে
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার লভিবি এখন।

(উভয়ের অসিযুদ্ধ ও অম্বিকার অসির আঘাতে
শুম্ভের হস্ত হইতে অসি পতন)

শুম্ভ। একি পড়িল ভূতলে অসি মহাভুজ
হ'তে মম, রমণীর কৃপাণ আঘাতে?
কভু যাহা ঘটে নাই শুম্ভের জীবনে;
দৃঢ় স্থির ভুজ মোর; সে বাহু হইতে
অসির পতন আজি দৈব দুর্বিপাকে।
কামিনীর সাধ্য কিরে ফেলা'তে কৃপাণ
শুম্ভ-মুষ্টি-হ'তে আজি এত অনায়াসে!!!
আয় দেখি পাপিয়সি! দেহে কত বল?
লইনু মুদ্গর করে চূর্ণিতে মস্তক,
কত শক্তি আছে দেখি দানবের ভুজে।

(উভয়ের মুদ্গরযুদ্ধ)

অম্বিকা। ভাঙ্গিনু মুদ্গর তোর, এখন উপায়?
লও করে যেবা অস্ত্রে আছে নিপুণতা
তব; অম্বিকার করে নিধন নিশ্চয়।
অই দ্যাখ্ ভুঙ্গীকৃত দানব-শরীর
বাড়ায়েছে পৃথিবীর কত আয়তন;

শকুনি গৃধিনী শিবা ভুঞ্জিছে পুলকে,
লিপ্সা অনুরূপ খাদ্য পাইয়া প্রচুর।
অব্যক্ত ললাট লিপি হবে এবে ব্যক্ত,
শুম্ভের পতন হবে রমণীর করে ;
লভিবে অবনী শান্তি শুম্ভের নিধনে,
বহিবে বিমল বায়ু মৃদু মন্দ-জবে।

শুম্ভ। মুষ্টিযুদ্ধ দেও মোরে দেখিব এখন,
কেমনে রক্ষিবে প্রাণ শুম্ভের আহবে,
দুর্বলা অবলা নারী যুদ্ধের কি জান ?

অম্বিকা। আয় তবে মুষ্টিযুদ্ধ দেখাই সমরে :
ভীষণ কৃতান্ত যার নিতান্ত নিকট,
কে পারে ফিরা'তে তারে কালের করাল-
গ্রাস হ'তে। যাও যমপুরী ; বসুন্ধরা
লভুক প্রশস্তি শান্তি দীর্ঘকাল পরে।
ভুঞ্জুক অমরগণ আনন্দে যজ্ঞাংশ
নিজ নিজ ; হ'ক শেষ দানব সমর।

(উভয়ের মুষ্টিযুদ্ধ)

শুম্ভ। অহো ! লৌহের কবচে আবৃত শরীর
চারু নিতম্বিনীর, নতুবা রমণীর
করাঘাতে দমিল কুলিশোপম দেহ
মম। দানব কুলের পতি মহারথী
শুম্ভ সহিল সমরে হেন অপমান !!!

অম্বিকা। অবলার কর শুম্ভ! কোমল কেমন?
তব সম বীর সহ নারীর সমর
কভুনা সম্ভবে ভবে শুন দৈত্যপতি!
বিনাশ-নিদান-গর্ব্ব দেখাতে জগতে
তব জন্ম দনুগর্ভে কশ্যপ ঔরসে;
শুম্ভদর্প ধ্বংস হেতু মম আবির্ভাব;
বুঝেও বুঝনা কেন কশ্যপ-কুমার!
প্রকৃতি গ'ড়েছে নারী চারু উপাদানে,
ক'রেছে নবনী সম অতীব কোমলা,
দিয়াছে পীযূষ কত তাহার হৃদয়ে.
গৃহ-সরোবরে রামা ফুল্ল কমলিনী,
মারব-উদ্যান বামা ভব-মরুভূমে,
শান্তি প্রস্রবণ নারী সংসার-শ্মশানে:
কিন্তু প্রয়োজন মতে কুলিশ অধিক
শক্ত চারু সীমন্তিনী বিধির বিধানে;
পুরুষ তখন তার চরণকমলে
দলিত হইয়া নাদে গভীর গর্জ্জনে,
ত্রাহিমে ত্রাহিমে দীনে ভব-কারাগারে।
যাও শুম্ভ প্রাণ ল'য়ে পত্নীর সকাশে,
বৃথা কেন বলি দেও সাধের জীবন?
শুম্ভ। (স্বগত) সকলি সম্ভব ভবে ভবের ইচ্ছায়;
কুসুম-আয়ুধে তিনি পারেন নাশিতে

প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এই নিমেষ ভিতরে ;
পৃথিবীর দেহ হ'তে ভূধর নিচয়
ফেলিতে সক্ষম সদা জলধির জলে ;
সিংহের নিপাত হয় শিবার দশনে !
কেন দেব ! বীতরাগ শুম্ভের উপর
আজি। তব পদ না করি পূজন, কভু
করি নাই জলস্পর্শ আমি এতকাল ;
তার প্রতিফল বুঝি ভীষণ আহবে,
লভিল দানব-পতি সামান্যা নারীর
করে। রুদ্ররূপে তুমি ভগবান, কহ
কি দোষে কিঙ্করে আজি ত্যজিলা সঙ্কটে ?
কহ পিতঃ ! কোন্ দোষে দোষী শুম্ভ তব
পদে। পিতার চরণে শত অপরাধী
সন্তান-নিচয় সত্য, কোথায় জনক
ত্যজে পুত্র স্মরি দোষ বিপদ সাগরে ?
তব বলে মহাবলী দানব-শেখর
শুম্ভ, বিদিত ভুবনে। বিকট সঙ্কটে
পতিত দনুজ-পতি ক্রীতদাস তব,
মাগে কৃপা-ভিক্ষা আজি ভিখারীর মত ;
পূরাও দাসের আশ ক্ষমি অপরাধ,
দুস্তর আপদ-সিন্ধু গ্রাসিছে আমারে,
উদ্ধারো বিপদ-মগ্ন দীনহীন জনে।

(প্রকাশ্যে) ক্ষণকাল তিষ্ঠ বামে ! যাবত শঙ্করে
মানস-মন্দিরে পূজি বিহিত বিধানে।
অভীষ্ট দেবতা মম আশুতোষ, সদা
আশুতোষ তুচ্ছ উপহারে ; শূলীশম্ভু
সিতি-কণ্ঠ দানবের দেব, রুদ্রমন্ত্রে
বলী দৈত্য অজেয় সংসারে ; দৈত্যরাজ
আমি, নারীর সমরে হব পরাঙ্মুখ ?
বিমল শশাঙ্ক-নিভ দানবের কুলে
ঢালিব কলঙ্ক-কালি ? তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

অম্বিকা ! ভক্তির চন্দনে মাখি মনো-বিল্বদলে
পূজ শুম্ভ ! ইষ্টদেব বিহিত বিধানে,
দিলাম সময়, কার সাধ্য রক্ষে আজি
নিশুম্ভ-অগ্রজ-শুম্ভে সম্মুখ সমরে ?
দানব দেবতা আর উরগ-পন্নগ
সকলে একত্রে যদি করে মহারণ
শুম্ভের নিস্তার হেতু, তবু শুম্ভ আজি
শুইবে সমর-ক্ষেত্রে মম ভুজবলে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শুম্ভের পূজাগৃহ।

ফুল, বিল্বপত্র, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি
পূজার উপকরণ প্রস্তুত।

(নেপথ্যে বাদ্য)

শুম্ভ। (পূজা—জপান্তে)

বম্ বম্ হরহর শঙ্কর !
জয় জয় ভালেন্দু দিগম্বর !
জাহ্নবী-প্রবাহিত-জটাধর !
ভুজগ-ভূষিত শশি-শেখর !
নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দনুজ-পুর,
সদার্চ্চিত পূজিত সুরাসুর ;
কোটি-বিধু-নিন্দিত দেহধর,
রণ-মগ্ন শুম্ভেরে ত্রাণ কর।
ত্রাহি বিপদে পতিত পাবন !
যোগী-বল্লভ বিঘ্ন-বিনাশন !

ত্রিগুণ-অতীত অহি-ভূষণ !
প্রণমে শুম্ভ বিপদ-ভঞ্জন !
বৃষারূঢ় ত্রিনেত্র আদি গুরু,
প্রণমি সিতিকণ্ঠ কল্পতরু !
মহাপাপঘ্ন ভূতেশ ভৈরব !
রক্ষ, ভব-কূপ-মগ্ন-দানব ;
নমে কিঙ্কর দেব গঙ্গাধর !
পূর্ণশশী-স... সুধাকর !
ভুজঙ্গ-রঞ্জ... ভস্ম-ভূষণ !
প্রাসাদ-শ্মশানে সম দর্শন।
চিতা-ভস্মা... গরলাশন !
এ ঘোর দুদিনে রক্ষ জীবন !
দিক্-পটধর ... নকুলেশ্বর !
সমর-সাগরে দেহ উদ্ধার।
জপতপ হীনে ত্রাণ কারণ,
কর দীনে অন্তে মুক্তি প্রদান।
ব্যোমকেশ ! ছেদ ভববন্ধন,
চরমে দেখিয়ে তব চরণ।

(উপর হইতে দৈববাণী)

কার শক্তি রক্ষে তোরে আজিকার রণে ?
উপাস্য দেবতা তোর যাঁর শক্তি লভি

শক্তিমান, তার সঙ্গে তোর যুদ্ধ সাজে
কিরে কভু ? ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও রণে।

শুম্ভ। (বিস্ময়ে স্বগত)
একি দৈববাণী ? শিহরিল মম দেহ ;
গভীর তিমিরাচ্ছন্ন ভূতের মন্দিরে,
কভুনা ঘটিল যাহা, হ'ল আচম্বিতে।
পূজিয়া এতেক কাল দেব ব্যোমকেশে,
লভিল এ হেন ফল শম্ভুর কিঙ্কর
নারীর সংগ্রামে আজি ; বৃথা উপাসনা—
বৃথা দেব-আরাধনা ; বিপদ সময়ে
সকলি নীরব হ'য়ে মুদে নিজ আঁখি,
ত্যজে ভক্ত অনুরক্ত নিয়তি-কবলে :
কর্ম্মফল লভে জীব ভব-কারাগারে।
দেব-দৈত্য-নর বদ্ধ কর্ম্মের শৃঙ্খলে।

অম্বিকা। সাধিলা অভীষ্ট কার্য্য, ধর শূল ভুজে,
দেখি কেবা রক্ষে আজি দানব-ঈশ্বর,
বিধি, বিষ্ণু, শিবো যদি হয়রে সহায়,
তবুও নারিবে তোর জীবন রক্ষিতে।
দানব-শরীর তব—পাপ-পরিচ্ছদ
এখনি ত্যজিতে হ'বে নারীর সমরে।
কতকাল দৈত্যরাজ্য রবে ধরাতলে ?
কতকাল দৈত্য-ভূপ শাসিবে ধরণী ?

শুম্ভ। স্পর্দ্ধাসহ উক্ত তোর পরুষ-বচন,
দংশিছে বৃশ্চিক সম শুম্ভের শরীর ;
কত বীর শুম্ভ করে হ'য়েছে নিপাত,
কত শূর-শির-পুষ্পে গাথি চারুমালা,
পরায়েছি বসুন্ধরা অপরূপ-সাজে,
শত্রু-রক্তে রক্ত-গঙ্গা স্বজিয়া উল্লাসে,
ভাসায়েছি ধরণীর শ্যাম-কলেবর,
সেই কর্ম্ম-ক্রমে বুঝি ফুটিল এখন
শুম্ভ-ভাগ্যে তিরস্কার অসীম-লাঞ্ছনা।
আয় দেখি শূল হস্তে কেমনে রমণি !
পারিস্ জিনিতে শুম্ভ নিশুম্ভ-অগ্রজে।

(উভয়ের শূলে শূলে যুদ্ধ।)

অম্বিকা। মারিনু ভীষণ শূল বক্ষঃ লক্ষ্য করি.
যাওরে দৈত্যেন্দ্র এবে কালের আলয়।

(শুম্ভের পতন।)

শুম্ভ। (কাতর স্বরে)
কোথারে নিশুম্ভ ভাই প্রাণের সমান,
দিবাকর হীনকর যাহার প্রভায়,
পশিল মধ্যাহ্নে সেই বীর চূড়ামণি
রাহুর করালগ্রাসে, শুম্ভ-কর্ম্মদোষে !

কোথায় রহিল এবে প্রাণের প্রতিমে !
স্বপন সফল তব হ'ল এতক্ষণে ;
না শুনি তোমার বাক্য বামার সংগ্রামে,
ডুবানু জীবন-তরী বিষাদ-সলিলে ;
সতী-সাধ্বী-পুণ্যবতী নারী-শিরোমণি
অন্নদা স্বরূপে গৃহে করিছে বিরাজ,
না হেরিনু মৃত্যুকালে তাহার বয়ান ;
অভিন্ন-হৃদয়া-নারী স্বামী সোহাগিনী
লতিকা সমান বেষ্টে স্বামী-তরুবর,
নাথের পতনে তার অবশ্য বিনাশ,
পাদপ ছেদনে যথা ব্রততীর দশা।
নিশুম্ভে ছাড়িয়া শুম্ভ রহিবে কেমনে ?
তেঁই আমি চলিলাম নিশুম্ভের পাশে।
বুঝিলাম এতদিনে দেবের ছলনা ;
পুষ্করে সাপিনু যবে অযুত বরষ
অনাহারে তপস্যায়, লোক পিতামহ
আসি দিলা বর মোরে "পুরুষের করে
তব হবেনা নিধন।" হইনু অমর
উদিল এভাব তেঁই মানস-মন্দিরে,
রমণীর সাধ্য কিবে শুম্ভেরে বিনাশে।
কামিনীর হস্তে এবে শুম্ভের পতন !!!
প্রকাশিত হ'ল আজি ব্রহ্মার চাতুরী !

চিনেছি চিনেছি মাতঃ শান্তি-নিবাসিনি!
জীব-চিদাকাশে সদা তব অধিষ্ঠান:
এতদিনে হ'ল পূর্ণ শুম্ভের বাসনা.
কোলে লও শুম্ভ-দৈত্যে অন্তিম সময়;
ছাড়িনু জীবন-তরী দুর্গা দুর্গা বলি
সুখের পবনে, ভব-সিন্ধু পার হেতু;
হও মাতঃ! কর্ণধার ত্রিলোকবন্দিনি!
নয়ন মেলিয়া এবে দেখুক বসুধা,
দ্বৈধভাব নাই কভু মায়ের নিকটে,
দেব-দৈত্য সমভাবে মাতৃক্রোড়ে নিত্য
লভে স্থান, জীবনান্ত হবার সময়।
মানব-দানব-দেব উরগ-পন্নগ
যক্ষ-রক্ষ-জীব-জন্তু মায়ের সন্তান,
মাতৃক্রোড় লভি, ডুবে চির-নিদ্রা কোলে,
শান্তি-নিকেতনে যায় ছাড়ি ভবধাম।

সঙ্গীত।

মুলতান একতালা।

আমার মানসমন্দিরে, এস মা শিব প্রসাবিনি!
হেরি মেলিয়া নয়ন, অম্বুজ-চরণ,
অন্তিম সময়ে, জগত-তারিণী॥

পূজি নাই কভু তোমার চরণ,
বিফল হ'য়েছে দানব-জীবন,
ভক্তিফুল, ভুলি মূল, করি নাই ওপদে অর্পণ।
ষড়-রিপু বলি, হ'য়ে কুতূহলি,
জ্ঞান-অসি তুলি, করিনি ছেদন।
তাহে পেলেম যাতনা,
সহেনা সহেনা—;
কোলে লও দাসে পতিতপাবনী॥

অম্বিকা। (বিস্ময়ে) একি!
দ্বীপ-সিন্ধু-নগসহ কাঁপিল বসুধা
দৈত্য-দেহ গুরুভারে; উচ্চ হ'ল ভূমি
হিমাদ্রির উচ্চতম শৃঙ্গের সমান।
(শুম্ভের প্রতি) কার সাধ্য কর্ম্মফল এড়ায় জগতে,
বিধিও অক্ষম তাহা লঙ্ঘিতে যখন,
বৃথা দেবগণে করি অপমান তুমি,
দেবের দুর্গতি কত ঘটালে পূরবে,
সেই হেতু এই রণ—শুম্ভের পতন।
আয় বাছা কোলে করি চরম সময়,
তব সম বীর আর কে দেখেছে কবে?

(শুম্ভের মাতৃক্রোড়ে মৃত্যু)

[অম্বিকার প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমাদ্রির মূলে।

ইন্দ্র, বায়ু, কুবের, চন্দ্র, সূর্য্য, যম প্রভৃতি
দেবগণ করজোড়ে আসীন।

(সম্মুখে অম্বিকা।)

ইন্দ্র। প্রপন্নার্ত্তি হরে দেবি জগত জননি!
বায়ু। দানব দলনে শান্তি লভিল অবনী;
কুবের। অখিল-ব্রহ্মাণ্ড হেতু তুমি সনাতনী,
চন্দ্র। জীবন-সংগ্রামে তুমি জীব-উদ্ধারিণী;
সূর্য্য। নিখিল-ভুবন-মাতা বিশ্বের ঈশ্বরী,
যম। প্রসীদ প্রসীদ যেন কর্ম্ম-সিন্ধু তরি;
ইন্দ্র। মহী-স্বরূপিনী মাতা জীবের আধার,
বায়ু। সলিল স্বরূপে দেবি! জগতে বিস্তার
কুবের। অনন্ত বৈষ্ণবী-শক্তি বীজ-স্বরূপিণী;
চন্দ্র। তব মায়াবৃত ভব, মোহ-বিনাশিনি!

সূৰ্য্য। সৰ্ব্ব-বিদ্যা সব নারী তব অংশভূতা,
যম। তুমি আদি তুমি অন্ত সর্ব্ব-শক্তিযুতা;
ইন্দ্র। কে পারে করিতে জপ স্তব বিধিমত;
বায়ু। তুমি অজা তুমি নিত্যা পুরাণ শাশ্বত;
কুবের। সকলের চিদাকাশে কর অধিবাস,
চন্দ্র। স্বর্গাপবর্গদে দেবি! পূর্ণ কর আশ;
সূৰ্য্য। সৰ্ব্বার্থসাধিকে মাতঃ মঙ্গল আলয়!
যম। তোমা হ'তে হয় দেবি! জগতের লয়;
ইন্দ্র। সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশের হেতু সনাতনী,
বায়ু। সংসার-সাগর-তরী তুমি একাকিনী;
কুবের। সর্ব্ব-শিবময়ী দেবি! সর্ব্বার্থসাধিনি!
চন্দ্র। বসুধা-অম্বিকা তুমি ত্রিগুণধারিণী,
সূৰ্য্য। সুরাসুর শিরোরত্ন দেবী নারায়ণী,
যম। দুস্তরে পতিতজনে মুক্তি-বিধায়িনী;
ইন্দ্র। আধি-ব্যাধি-আর্ত্ত জীবে আরোগ্যকারিণী,
বায়ু। ভব-ব্যাধি নাশকর ঔষধরূপিণী;
কুবের। বৃষভবাহিনী মাতঃ তুমি দিগম্বরী,
চন্দ্র। অধমে তরাও দেবি! দোষ ক্ষমা করি;
সূৰ্য্য। বরাহ রূপেতে তুমি উদ্ধারিলে ধরা,
যম। নৃসিংহ স্বরূপে দৈত্যনাশে তৎপরা;
ইন্দ্র। চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজে নাশিলে সমরে,
বায়ু। নিশুম্ভ শুম্ভেরে বধি রক্ষিলা অমরে;

কুবের। সমস্ত স্বরূপে মাতঃ জগতব্যাপিনী,
চন্দ্র। ভয় হ'তে ত্রাণকর দৈত্য বিনাশিনি !
সূর্য্য। তুমি লক্ষ্মী তুমি ব্রাহ্মণী মহিষ-মর্দ্দিনী,
যম। দুর্গমে পতিত দুর্গে ! তরাও জননী !
ইন্দ্র। অসুর নাশিয়া সুরে দিলে তুমি শান্তি,
বায়ু। ভবের জীবেরে কেন দেও এত ভ্রান্তি ?
কুবের। সাধুসঙ্গ পান্থশালা- বিরাম-ভবন,
চন্দ্র। ভাবেনা ভবেতে কেহ ভ্রমেও কখন ;
সূর্য্য। তোমার মায়ায় ভুলি হায় জীবগণ,
যম। মত্ত হ'য়ে প'ড়ে থাকে মদ্যপ যেমন ;
ইন্দ্র। আয়ু সূর্য্য ক্রমে ক্রমে অস্তাচলে যায় ;
বায়ু। স্বীয় শক্তিবলে জীব দাঁড়াইতে চায় :
কুবের। শক্তিশূন্য জীব শব এ মহীমণ্ডলে,
চন্দ্র। তোমার শক্তিতে জীব ধরাপৃষ্ঠে চলে ;
সূর্য্য। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তোমার শকতি,
যম। ভক্তিভাবে দেবগণ করিছে প্রণতি ;
ইন্দ্র। অন্নপূর্ণা রূপে তুমি পালিছ সংসার,
বায়ু। চামুণ্ডা স্বরূপে ভব করিছ সংহার ;
কুবের। অশিষ্ট দমিয়া কর শিষ্টের পালন,
চন্দ্র। করিছ নিয়ত তুমি ধরণী শাসন ;
সূর্য্য। নমি সব দেবগণ তোমার চরণে,
যম। রাখিও সতত দেবি ! ত্বদীয় স্মরণে।

অম্বিকা। জগত-হিতের তরে মম আবির্ভাব,
কেনহে অমরগণ ভুঞ্জ মনোস্তাপ;
আমিত ভক্তের দাসী জান চিরকাল,
ভক্তেরে কোলেতে লই হ'লেও চণ্ডাল;
জাতি-দেশ-ভেদ-জ্ঞান নাহিক আমার,
নিশুম্ভ শুম্ভের বার্ত্তা প্রমাণ তাহার;
দীক্ষা শিক্ষা মম দ্বারে সামান্য বিষয়,
পরীক্ষা করিয়া থাকি জীবের হৃদয়;
অদীক্ষিত অশিক্ষিত যদি ভক্ত হয়,
উদ্ধারি তাহারে আমি জানিবে নিশ্চয়;
দীক্ষিত শিক্ষিত হ'য়ে হইলে অভক্ত,
ছিন্নমস্তা রূপে পান করি তার রক্ত;
আমিই জগত-গুরু, আর কেহ নয়,
শিষ্যের সমস্ত ভার কার সাধ্য বয়?
ধরণীর পাপ তাপ হরণ কারণ,
মাঝে মাঝে ধরাধামে মোর আগমন;
যাও যাও দেবগণ নিজ নিজ স্থান,
রক্ষা কর সযতনে অমর-সম্মান;
কুপুত্র জনমে বহু অবনীমণ্ডলে,
কুমাতা কভু না হই, সবে করি কোলে।
সুরাসুর-যক্ষ-নর-জীব জন্তু যত,
সকলি সন্তান মোর পালি বিধিমত।

স্নেহের মূরতি মাতা স্থাপি প্রতি ঘরে,
মাতৃধর্ম্ম শিক্ষা দেই দেবাসুর নরে ;
দেবও অসুর হয় আমার নয়নে,
মানব দানব সত্তা নিজ আচরণে।
আত্ম পর করিওনা কভূ ভেদজ্ঞান,
ধরামাঝে হের সবে আপন সমান ;
পরহিতে সদা সব হও ধাবমান,
পরহিত মহাযজ্ঞ আমার বিধান।
বিশ্ব-প্রেমে হ'য়ে সবে নিত্য আত্মহারা,
ভাসাও প্রেমের স্রোতে এ বিশাল ধরা ;
স্বার্থ বলি দিয়া, চাও জ্ঞান-আঁখি মেলি,
দ্বৈতবাদ নাশি লও সবে কোলে তুলি ;
নিস্বার্থ উদার প্রেমে দীক্ষা দেও সবে,
নামিয়া আসিবে স্বর্গ অবশ্যই ভবে।

(যবনিকা পাতন)

সমাপ্ত।